জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আজ মহাসপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত সান্ধ্য জাগোবাংলা প্রকাশিত হবে না। পুজোর চারদিন প্রভাতী দৈনিকের ই-সংস্করণ চালু থাকবে। শুক্রবার থেকে সান্ধ্য এবং শনিবার থেকে প্রভাতী দৈনিক যথারীতি

রোদ-ঝলমলে সপ্তমী

অষ্টমী পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। নবমী-দশমীতে ব্যাপক বৃষ্টি। নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে নবমীতে। এর জেরে দশমী এবং একাদশী ভাসবে বৃষ্টিতে। উত্তাল সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধাজ্ঞা

এনবিএসটিসির বাসে পুজো পরিক্রমায় উত্তরের বাসিন্দারা

ট্রেন চালকের তৎপরতার ফলে ডুয়ার্সে প্রাণে বাঁচল হাতির দল

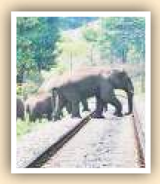

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৭ • ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ১২ আশ্বিন ১৪৩২ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 127 • JAGO BANGLA • MONDAY • 29 SEPTEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বাংলার দুর্গাপুজোর হেরিটেজ স্বীকৃতিতে মিথ্যাচার মোদির

কড়া জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : মোদিবাবু, আর কত মিথ্যাচার করবেন? ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা তুলতে শেষে কি না দুর্গাপুজোকেও ছাড়লেন না! বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি নিয়েও মিথ্যাচার। আপনারাই বলেছিলেন না, বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না। এখন কেন উল্টো কথা! এখন বলছেন বাংলার দুর্গাপুজো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে কেন্দ্রের উদ্যোগে। শুনে রাখুন, বাংলার দুর্গাপুজোকে বিশ্ব মানচিত্রে প্রথম তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর ‘ইনট্যানজেবল কালচারাল হেরিটেজ’ তকমা ছিনিয়ে এনেছে। এখানে কেন্দ্রের কোনও কৃতিত্ব নেই, কোনও প্রচেষ্টাও নেই। বরং কেন্দ্র বারবার বাংলার বদনাম করেছে, বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না বলে অপপ্রচার করেছে। এখন আবার প্রচারমন্ত্রী মিথ্যাচারের রাজনীতি শুরু করেছেন।

বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো। সেই দুর্গাপুজোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। কলকাতার রেড রোডে দুর্গা কার্নিভাল এখন ব্রাজিলের রিও কার্নিভালের সঙ্গেই এক বাক্যে উচ্চারিত হচ্ছে। তারপর অনুদান প্রদান, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে রাজ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। লালন করেছেন বাংলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। তার ফলেই এসেছে বিশ্ব-স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নিয়ম মেনে আবেদন করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষে ২০২১-এ ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি এসেছে। অতুলনীয় এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতিতে ইউনেস্কো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, দুর্গাপুজোর সময় বাঙালির অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্ত বিভাজন মুছে যায়। এমন উৎসব সত্যিই বিরল। দুর্গাপুজো ধর্মীয় উৎসবের আঙিনা ছাড়িয়ে অনেক বেশি করে সামাজিক উৎসবে পরিণত করার মূল কান্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

আজ মহাসপ্তমী ■ মণ্ডপে দেবীদুর্গার আগমন

সুরুচি সংঘ। মহাষষ্ঠীতে দর্শনার্থীদের ঢল পুজোমণ্ডপে। রবিবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

জনারণ্য কলকাতা

দেবনীল সাহা

পূর্বাভাস থাকলেও একফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই কলকাতার আকাশে! বরং রোদ-ঝলমলে আবহাওয়ায় ভ্যাপসা গরম, ঘাম ছুটছে শেষ সেপ্টেম্বরেও। তাই বৃষ্টির চোখরাঙানি ফুৎকারে উড়িয়ে ঘামে ভিজেই উৎসবের আবহে গা ভাসিয়েছে বাঙালি। দেখে কে বলবে, দিনকতক আগেই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর দুর্যোগে ভেসেছিল গোটা শহর! সেই দুর্যোগের ক্ষত সারিয়ে এখন শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে উদ্বেলিত জনতার ঢল। দিন-রাতের হিসেব ভুলে জনস্রোতে ভাসছে শহরের অলিগলি, রাজপথ। ষষ্ঠীর সকালে দেবীর বোধনের পরই মণ্ডপে-মণ্ডপে আছড়ে পড়ে উৎসবপ্রেমী বাঙালির বাঁধভাঙা ভিড়। টালা থেকে টালিগঞ্জ, রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরি (এরপর ১১ পাতায়)

বাগবাজার সর্বজনীনের প্রতিমা। —শুভেন্দু চৌধুরী

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্ধু

বন্ধু! ওগো বন্ধু
চেয়ে দ্যাখো শিশিরের বিন্দু
একটা ছোট্ট বিন্দু
মুক্তোর মতো যেন বন্ধু!

ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
আকাশে বাতাসে পাহাড়ে,
পর্বতের ওই শিখর চুড়ে
বিবেক জাগাও তব অন্তরে।

বন্ধুর পথ বড় বন্ধুর
হৃদয়টা হোক মহাসিন্ধু।

অসময়ে-দুর্দিনে
রোগশয্যায় মহাপ্রয়াণে,
দুঃখ বেদনা রোদনে
বন্ধুত্ব হোক বন্ধুর বন্ধনে।

এশিয়া কাপ

চ্যাম্পিয়ন ভারত

প্রতিবেদন : পাকিস্তানকে তিন-তিনবার হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ১৯.১ ওভারে ১৪৬ রান করে সকলে আউট হয়ে যায়। ভারতের পক্ষে কুলদীপ নেন ৪টি উইকেট। বুমরা, অক্ষর, বরুণ

দুটি করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই দুটি উইকেট হারায় ভারত। অভিষেক, শুভমন, সূর্য দ্রুত ফিরে যান। এরপর তিলক বর্মা-সঞ্জু স্যামসন ও শিবম দলকে জয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে যান। ৬৯ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন তিলক বর্মা।

দুর্গা-আরাধনায় মহিষাসুরের বংশধররা

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

মহিষাসুরের বংশধর তাঁরা। কাজ করেন ডুয়ার্সের চা-বাগানে। ফি বছরের দুর্গাপুজোয় শোকের আবহ কাটিয়ে এখন সেই অসুর সম্প্রদায়ও মেতে উঠেছে খুশির উৎসবে। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ও বানারহাট অঞ্চলের অসুর সম্প্রদায়ের মানুষজনও এবার শামিল হয়েছেন পুজোর আনন্দে। অসুর-বধের বিষাক্ত ক্ষত সারিয়ে উমা এসেছে মহিষাসুরের উত্তরসূরিদের ঘরেও। মা-বোনেদের হাতে তৈরি নারকেল-তিলের নাড়ু, ছাঁচের মিষ্টি। যন্ত্রণার অন্ধকার কাটিয়ে সপ্তমী থেকেই তাঁদের পুজোয় শোনা যাবে ঢাকের তাল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ডুয়ার্সের চা-বাগান মহল্লাগুলিতেও এবার নানারঙে রঙিন পুজো আবহ। রাজ্য সরকারের তরফে (এরপর ১১ পাতায়)

দক্ষিণেশ্বরের উন্নয়নে রানি রাসমণিকে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : রানি রাসমণির জন্মদিবসে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে রানি রাসমণিকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকমাতা রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লেখেন, লোকমাতা রানি রাসমণির জন্মদিবসে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলার জনজীবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৮৪১ দুর্গাচরণ রক্ষিত (১৮৪১-১৮৯৮) এদিন হুগলির চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হলে মাত্র ১৪ বছর বয়সে ফরাসি সংস্থা 'ক্যামা অ্যান্ড ল্যামারু'র সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। চন্দননগরের সবরকম জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। গরিব মানুষদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধের দোকান খুলেছিলেন তিনি; এমনকী বিনামূল্যে চাল-ডালের বন্দোবস্তও করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে 'একল দুর্গা' নামে একটি স্কুলও চালু করেন তিনি। আজ সেই স্কুলের নাম 'দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয়'। ১৮৯৬ সালের ৬ জুন ফরাসি সরকারের তরফ থেকে তাঁকে 'লিজিয়ঁ দ্য অনার' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সত্যজিৎ নন, দুর্গাচরণ রক্ষিতই ছিলেন প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি, যিনি এই সম্মান লাভ করেন।

১৭২৫ রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পলাশি যুদ্ধের বিজেতা এবং বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম স্থপতি। আয়ারল্যান্ডের একটি মাঝারি জমিদার পরিবারের সন্তান রবার্ট ক্লাইভ স্কুলে ছাত্র হিসেবে তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। আঠারো বছর বয়সে তিনি মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে প্রবেশ করেন। ক্লাইভ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দেন এবং ১৭৪৮ সালে মাদ্রাজ সেনাবাহিনীতে সর্বনিম্ন কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। চন্দননগর থেকে ফরাসিদের বিতাড়ন ও মিরজাফরকে সিরাজউদ্দৌলার স্থলাভিষিক্ত করা এ দুটি ঘটনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ক্লাইভ পলাশি যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সকে লিখেছিলেন যে, ফরাসিদের পরাজিত ও বাংলা থেকে বিতাড়িত করা ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

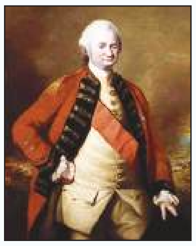

১৯৪৩ লেচ ওয়ালেসার জন্মদিন। পোল্যান্ডে ১৯২৬-এর পর প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি জনগণের ভোটে জিতে ১৯৯০-তে রাষ্ট্রপ্রধান হন। ৪১ বছর আগে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সলিডার্নোস্কি-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল পোল্যান্ডে। খুলে গিয়েছিল ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্রের বিদায়ের পথ। সেই সলিডারিটি আন্দোলনের নেতা ছিলেন লেচ ওয়ালেসা। নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯৮৩-তে।

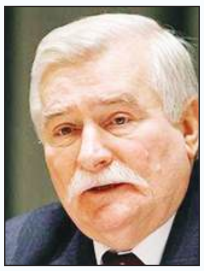

১৯৪২ মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২) এদিন শহিদ হন। 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো', মুখে এই স্লোগানের সঙ্গে এক হাতে শাঁখ আর অন্য হাতে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তমলুক থানা আর কোর্টের দিকে এগিয়ে যাওয়া অগাস্ট আন্দোলনের সেই মিছিলের পথ আটকে গুলি চালিয়েছিল ইংরেজ পুলিশ। মিছিলের সামনে গান্ধীবুড়ি, মাতঙ্গিনী হাজরা। তমলুকের বানপুকুরের পাড়ে ইংরেজদের ছোঁড়া তিন-তিনটি গুলি তাঁর শরীরে গেঁথে গিয়েছিল।

১৩৪৮ ব্ল্যাক ডেথ পৌঁছল লন্ডনে। এর আগে ইংল্যান্ডের রাজধানী এমন অতিমারির কবলে পড়েনি। মাছিবাহিত বুবোনিক প্লেগের ব্যাকটেরিয়া ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস কালো ইঁদুরের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অভিজাত নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে গির্জার যাজক, কাউকে রেয়াত করেনি সেই রোগ। জন্য দুয়েক প্রাক্তন চ্যান্সেলর, ক্যান্টারব্যুরির জন্য তিনেক আর্চ বিশপ, ২৩ বছরের যুবতী ল্যাঙ্কারস্টারের ডাচেস, জন অফ গাউন্টের প্রথম পত্নী এরকম কয়েকজন মারা যেতেই মধ্যযুগীয় লন্ডনে ছড়িয়ে পড়ল প্রবল আতঙ্ক। মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শেষে গোরস্থানে নয়, আলাদা গর্ত খুঁড়ে প্লেগে মৃতদের দেহ তাতে ঢেলে মাটি চাপা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হল প্রশাসনকে। ব্রিটিশ ইতিহাসে এই মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকটের জেরে বদল এসেছিল মজুরির হার থেকে স্থাপত্যের নকশা, সব কিছুতেই।

১৯০০ গুরুপ্রসাদ সেন (১৮৪২-১৯০০) পূর্ববঙ্গের প্রথম এমএ গুরুপ্রসাদ সেন এদিন প্রয়াত হন। আইনজীবী ছিলেন। মূলত তাঁরই চেষ্টায় বিহারে নীলকর চাষিরা অত্যাচার-মুক্ত হয়। বিহারে প্রথম ইংরেজি পত্রিকা 'বিহার হেরল্ড' প্রকাশ করেন তিনিই। ধর্ম বিশ্বাসে উদারপন্থী ও বিধবাবিবাহের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন গুরুপ্রসাদ।

কর্মসূচী

■ হুগলি জেলা তৃণমূল এসসিএসটি সেলের উদ্যোগে পুজোয় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কয়েকশো নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন রাজ্য যুব সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়, উপপ্রধান খোকন মণ্ডল-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১০

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. দুর্গাদেবী ৫. গ্রামসমষ্টি, চাকলা ৬. উড়ানি ৭. দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান এমন ৯. ক্ষতি ১২. হিন্দুদের এক পদবি ১৩. মেঘ ১৪. একই সময়ের।

উপর-নিচ : ১. প্রাকৃতিক উৎপাত বা উপদ্রব ২. অশিষ্ট আচার, কদাচার ৩. অপরিচিত বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি ৪. তুচ্ছজ্ঞান, অবহেলা ৮. কাঠের পুতুল ৯. দলবল ১০. নৃসিংহ অবতার ১১. ইঙ্গিত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৯ : পাশাপাশি : ১. সমগ্র ৩. প্রতিদান ৫. উচ্চতামাপক ৭. রক্তপ ৮. ফক্কিকা ১০. অধিকারচ্যুত ১২. জলছাদ ১৩. রসিয়া। **উপর-নিচ:** ১. সত্যকার ২. প্রস্ত উপত্যকা ৩. প্রণেতা ৪. নরক ৬. মারফতদার ৯. কানুপ্রিয়া ১০. অশ্মজ ১১. রসদ।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ কাজল

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসবের ১০১তম বর্ষের মণ্ডপ

‘কলকাতা শ্রী’র সেরার সেরা খেতাব শহরের চার পুজোকে

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল ‘কলকাতা শ্রী ২০২৫’। ষষ্ঠীর দুপুরে কলকাতার পুজো প্যান্ডেলগুলির মধ্যে সেরাদের নাম প্রকাশ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। প্রতিবছরের মতো এবারও উত্তর কলকাতা বনাম দক্ষিণ কলকাতার পুজো প্যান্ডেলগুলি সমানে-সমানে টক্কর দিয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে থেকেই সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা বিষয়, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা পরিবেশ-সহ মোট ৯টি ক্যাটাগরিতে শহরের সেরা পুজোগুলিকে বেছে নিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও তাঁর দল। রবিবার ষষ্ঠীর দুপুরে কলকাতা পুরভবনে সেই তালিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মহানাগরিক। সঙ্গে ছিলেন পুর-কমিশনার ধবল জৈন, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, সন্দীপন সাহা-সহ অন্যরা।

এবার ‘সেরার সেরা’ ক্যাটাগরিতে ‘কলকাতা শ্রী’র শিরোপা জিতেছে কেন্দুয়া শান্তি সংঘ, পূর্বাচল শক্তি সংঘ, টালা প্রত্যয় ও সুরুচি সংঘ। ‘সেরা পুজো’র শিরোপা জিতেছে আলিপুর সর্বজনীন, বালিগঞ্জ কালচারাল, কাশী বোস লেন ও বেহালা নতুন দল। সেরা প্রতিমায় নজর কেড়েছে অশোকনগর সর্বজনীন, খিদিরপুরের ৭৪ পল্লি সর্বজনীন, নলীন সরকার স্ট্রিট ও গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব। সেরা বিষয় বিভাগে পুরস্কার জিতেছে নাকতলা উদয়ন সংঘ, নেতাজিনগর নাগরিকবৃন্দ, বেহালা ফ্রেন্ডস ও বড়িশা ক্লাব। সেরা শৈল্পিক উৎকর্ষে বাজিমাত করেছে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক, প্রতাপাদিত্য রোড ত্রিকোণ পার্ক, শিকদার বাগান ও হাতিবাগান সর্বজনীন। সেরা আলোকসজ্জায় চোখ টেনেছে রাজডাঙা নব উদয় সংঘ, টালা বারোয়ারি, সমাজসেবী সংঘ, মুদিয়ালি ক্লাব। সেরা পরিবেশবান্ধব পুজো হিসেবে শিরোপা জিতেছে চালতাবাগান সর্বজনীন, অজেয় সংহতি, এন্টালির ১৪ পল্লি ও বেহালা ক্লাব। সেরা সমাজকল্যাণ বিভাগে পুরস্কার জিতেছে বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লিবাসীবৃন্দ, ৪১ পল্লি ও কালীঘাট মিলন সংঘ। সেরা সম্ভাবনা হিসেবে উঠে এসেছে কামডহরি সুভাষপল্লি সর্বজনীন, কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট, ক্যানাল রোড সমাজসেবী ও বেহালা ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন।

■ বিজয়ীদের নাম প্রকাশে মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ অন্যরা।

■ পূর্ব পশ্চিম নাট্যদলের উদ্যোগে ও টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় সুন্দরবনের ঘেরিপাড়া ও হুলারচক গ্রামের বাসিন্দাদের দেওয়া হল নতুন বস্ত্র। ছোটদের জন্য ছিল উপহার। ষষ্ঠীর দুপুরে গ্রামবাসীদের জন্য আয়োজন করা হয় মধ্যাহ্নভোজেরও। ছিলেন স্বামী পরশুদ্ধানন্দ মহারাজ, সৌমিত্র মিত্র, মালবিকা মিত্র প্রমুখ।

■ সুরুচি সংঘের পুজো প্রাঙ্গণে জাগোবাংলা-র স্টলে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রবিবার মহাষষ্ঠীতে।

কলকাতা পুলিশের জবাব

প্রতিবেদন : কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত মহম্মদ আলি পার্কের পুজো মণ্ডপ নিয়ে আয়োজকদের অভিযোগের জবাব দিল কলকাতা পুলিশ। তাঁদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে পুলিশ। তাঁরা জানিয়েছে, কোনওভাবেই মণ্ডপের প্রবেশ পথ আটকানো হয়নি। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যা করা দরকার সেটুকুই করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফে আরও বলা হয়েছে, দর্শনার্থীদের জন্য কোনও রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়নি। কলেজ স্কোয়্যার-এমজি রোড পর্যন্ত সমস্ত দর্শনার্থীই আসতে পারছেন। এর পরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে মহম্মদ আলি পার্ক যেতেই পারেন দর্শনার্থীরা। পুলিশ জোর করে কাউকে কোথাও যেতে বলতে পারে না, আর বলছেও না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর অভিযোগ ওড়াল দফতর

প্রতিবেদন : শনিবার তমলুক থানার পিয়াদাবাজারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আরও একজন আহত হন। এই ঘটনার পর একাধিক মহল থেকে বিদ্যুৎ দফতরের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। কিন্তু পত্রপাঠ যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর। ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর তরফে সংস্থার ডাইরেক্টর (ডিস্ট্রিবিউশন) সুমিত মুখোপাধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ২৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার দুপুর একটা কুড়ি মিনিট নাগাদ তমলুক থানার অন্তর্গত পিয়াদাবাজার গ্রামে বিদ্যুতের শক লেগে দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ওই দুই ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী একটি পেট্রোল পাম্প কেন্দ্র থেকে প্রায় দশ মিটার উচ্চতার একটি ধাতব মই নিয়ে পুজো প্যান্ডেলের কোনও কাজ করতে যান। কিন্তু কোনওভাবে ওই বিশাল আকৃতির মইটিকে সামলাতে সক্ষম হননি। মইটি পার্শ্ববর্তী হাইটেনশন লাইনে স্পর্শ করে। তার ফলে ওই দুই ব্যক্তি তড়িদাহত হন। দু’জনকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা সুখদেব দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যজন দিলীপ সামন্ত গুরুতর জখম অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ওই জায়গায় যে এগারো লাইন আছে মাটি থেকে তার উচ্চতা প্রায় সাড়ে ৬ মিটার এবং সেফটি রেগুলেশন অনুযায়ী সঠিক আছে। হাইটেনশন লাইনের একদম কাছে কোনও সতর্কতা অবলম্বন না করে কাজ করতে গিয়েই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কোনওভাবেই দায়ী নয়।

এর পাশাপাশি সোনারপুরে আরও একটি ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ভুয়ো অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে সংস্থা। ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর তরফে জানানো হয়েছে, ওই দিনই রাত ১২টা নাগাদ সোনারপুর থানার কোদালিয়ায় বিদ্যুতের শক লেগে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বিস্তারিত খোঁজ নেওয়ার পর জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ দাস। তিনি কোদালিয়ার শান্তি সংঘের পুজো কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। ক্লাব ঘরের মধ্যে থাকা একটি স্ট্যান্ড ফ্যান সরাতে গিয়ে ফ্যানের গায়ে হাত লেগে তিনি তড়িদাহত হন এবং মাটিতে পড়ে যান। তাঁকে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার সঙ্গে বিদ্যুৎ দফতরের কোনও সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

স্কেচ উপহার দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, অকপট জয়াপ্রদা

প্রতিবেদন : সৌজন্যে বরাবরই বিরোধীদের দশ গোল দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও প্রকাশ্যে এল তেমনই এক অজানা কাহিনি। তারকা সাংসদ জয়াপ্রদাকে তিনি নিজের হাতে আঁকা স্কেচ উপহার দিয়েছেন। রামমোহন সম্মিলনীর পুজো মণ্ডপে এসে জয়াপ্রদা জানালেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কতটা শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন।

ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে সুন্দর অভিনেত্রী বলে তাঁকে আখ্যায়িত করেছিলেন কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। রূপে-অভিনয়ে-নাচে এক সময় হিন্দি তথা দক্ষিণী ছবির দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন তিনি। পুজোর সন্ধ্যায় ‘ডাফলিওয়ালে’ গানে দিব্যি পা মেলালেন অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ জয়াপ্রদা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হৃদ্যতার কথা জানালেন অভিনেত্রী। বলেন, হয়তো

আলাদা রাজনৈতিক দল করেছি, কিন্তু মমতাদির প্রতি ভালবাসা একই রকম আছে।

জয়াপ্রদার সাংসদ জীবনের সেই অজানা কাহিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান, রামমোহন সম্মিলনীর পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা তথা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল ট্যাগ করে তিনি লেখেন,

“মমতাদিকে নিয়ে untold story. Exclusive: রামমোহন সম্মিলনী। ‘ডাফলিওয়ালে’র সঙ্গে জয়া প্রদার নাচ। ডাকসাইটে অভিনেত্রী, প্রাক্তন সাংসদ। নয়ের দশকে পার্লামেন্টে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছি একাধিকবার। আজ এতকাল পর মঞ্চে পর্দার সেই নাচের ঝলক। পাড়া মাতিয়ে।

মুখ্যমন্ত্রীর অজানা কাহিনি জানিয়ে তিনি লেখেন, আমি তখন লোকসভায়। মমতাদি আমাকে পছন্দ করতেন। আমিও ওঁর ফাইটিং স্পিরিট পছন্দ করতাম। একদিন লোকসভার মধ্যেই ডাকলেন। জয়া এদিকে এসো। আমি গেলাম। ওখানে বসে আমার কী সুন্দর স্কেচ এঁকে দিলেন। আমার সেদিন চুল খোলা ছিল। মমতাদির ওই চটজলদি আঁকা সুন্দর ছবিটা কখনও ভুলব না। আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। হয়তো আলাদা রাজনৈতিক দল করেছি, কিন্তু মমতাদির প্রতি ভালবাসা একই রকম আছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

29 September, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচারের রাজনীতি

বাংলা জুড়ে উৎসব। দুর্গোৎসব। দেশের নয়, পৃথিবীর সেরা উৎসবগুলির একটি। বাংলাভাষীদের কাছে নিশ্চিতভাবে এটি গর্বের। বাংলার কার্নিভাল দেখার জন্য দেশ এবং বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বাঙালি টিভির দিকে চোখ রাখেন। দুর্গা প্রতিমাকে কতরকমভাবে ভাবা যায়, মণ্ডপের থিম কতরকম হতে পারে, কার্নিভাল থেকে দেখা যায়। যাঁরা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরতে পারেননি, যাঁরা ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারেন না নানা কারণে, তাঁরা, ঘরে বসেই দেখেন বাংলার সেরা দুর্গাপ্রতিমাগুলিকে। এ এক বড় পাওনা। কৃতিত্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। বিশ্বায়ন কথাটা বাঙালি জানতে পারে নয়ের দশকে। আর দুর্গাপুজোর বিশ্বায়ন করে দেখালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, পৌরাণিক কাহিনিও যে বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে, তার হাত ধরে বাংলার অর্থনীতি কিংবা বাণিজ্যও যে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হতে পারে, তা দেখল বাঙালি। এটাই সাফল্য রাজ্য সরকারের। উৎসব থেকে আখেরে বাংলার বিরাট লাভ। এটা কেন পূর্ববর্তী সরকারগুলো ভাবেনি, সেটা তারা বলতে পারবে? মুখ্যমন্ত্রী, আমলারা বারবার দিল্লি ছুটেছেন। তথ্য, কাগজপত্র জমা করেছেন। যার জন্য ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। আর প্রধানমন্ত্রী বলেন কিনা, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্ব! মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ঘোড়াতেও হাসছে, শুনতে পেয়েছেন!

e-mail থেকে চিঠি

পুজোয় ভাসছে গোটা রাজ্য

বাঙালির উৎসব রাজনীতি মানে না। সংখ্যাগুরু ও লঘুর দূরত্বে সায় দেয় না। দু'তরফেই হাতে হাত দিয়ে চেটেপুটে নেয় আনন্দ। তোয়াক্কা করে না বিভেদ বিভাজনের অসুরের। এবার ভোট আছে বলেই গেরুয়া মরশুমি পাখিদের আনাগোনা বেড়েছে পুজোর আঙিনাতেও। কুড়িতেও বেড়েছিল। একুশ-বাইশে ভাটা, তেইশ থেকে আবার মাথা তোলা। আবার চলতি মরশুমে হাওয়াই জাহাজ উড়িয়ে এসে উদ্বোধনের ধুম। ভিনদেশি সেই রাখাল ছেলে থুড়ি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! সঙ্গে ফাউ বাংলা দখলের ব্লুপ্রিন্ট। সোনার বাংলার ধূসর খোয়াব। একটার সঙ্গে একটা ফ্রি! কিন্তু বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এই রাজনীতিকে বড় একটা পাত্তা দেয় না। এই ক'দিন সবার একটাই পরিচয়, আমি বাঙালি। চলতি বর্ষায় একের পর এক ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যের নিকাশি ব্যবস্থার হাল তো টের পেয়েছি আমরা। প্লাবন ধ্বংসলীলা লোকক্ষয়ের গ্রাসে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচল! দু'হাতে লাড্ডুর দেশে জল ভ্যানিশ করার কোনও যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। তাই কোনও ফারাক খুঁজে পাওয়া যায়নি তো। কোনও বুদ্ধিজীবী আশিটা বসন্ত পেরিয়ে এই প্লাবনকে 'ভেনিস' বলে কটাক্ষ করতেই পারেন, কেউ আর একটু এগিয়ে 'দুয়ারে টেমস' বলেও বিদ্রূপ জুড়তে পারেন। এটা তাদের মৌলিক অধিকার! কেউ বলতেই পারেন, '৭৮ সালের বাম আমলের বন্যার রিপ্লে যেন! ১৯৮৭ সালেও এমন বানভাসি কলকাতা দেখেছিল এ শহর। প্রবীণদের স্মৃতিতে সেই দুর্ভোগ এখনও টাটকা। আটাত্তরের পুজো কেমন কেটেছিল, জল নামতে কতক্ষণ লেগেছিল সবার জানা। আর এবার? দ্রুত সব স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি কলকাতায় উৎসবের আমেজ ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব দেবেন না প্রশাসন ও পুরসভাকে? এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম তদারকি করছেন পরিস্থিতির, এই উদ্যোগ বাহবা পাওয়ার যোগ্য নয় কি? আগে কেউ দেখেছে? ৬ মাস পরে ভোট বলে এসবের কোনও মূল্যই নেই। এই হীন রাজনীতিকে ধিক! এটা ঠিক, নিকাশির সমস্যা আছে। নিয়মিত সাফসুতরো হয় না, তাও সত্যি। পুরসভাকে আরও সক্রিয় হতে হবে, এটাও বাস্তব। কিন্তু একইসঙ্গে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, শত সহস্রবার বারণ করা সত্ত্বেও আমরা রোজ নর্দমায় প্লাস্টিক, আবর্জনা, চায়ের ভাঁড়, ভাঙা বালতি, সবজির খোসা, এমনকী পুরনো গদি তোশক বালিশও ফেলছি বিনা দ্বিধায়।

— **পবন রাই, দমদম, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এগিয়ে বাংলা

লজিস্টিকেও নতুন দিগন্ত

দুর্গাপুজো মানে শুধু অসুরনাশিনীর আরাধনা নয়, সম্পদ দায়িনীর কাছে প্রার্থনাও বটে। সেই আবহে লজিস্টিক বা স্থানান্তরবিদ্যাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য, পরিষেবা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যের পরিকল্পনা, কার্যকরীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ— এই চতুর্বিদ্যার বাস্তুতন্ত্রই হল লজিস্টিক। সেই প্রকৌশলের পরিধিতেও এগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ। আসন্ন উৎসবের প্রতিবেশে এমন তাৎপর্যপূর্ণ সুসংবাদ দিচ্ছেন বারাসত কলেজের বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক **ড. রূপক কর্মকার**

বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের নানান দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। আর সেইসব দিগন্তের সাফল্য অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, লজিস্টিক সাপোর্ট তার মধ্যে অন্যতম। লজিস্টিক সাপোর্ট হল সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যেখানে পণ্য ও পরিষেবা প্রবাহকে নিশ্চিত করা হয়। বিশ্বায়ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান জটিল সরবরাহের শৃঙ্খল তৈরি করেছে। প্রযুক্তির উত্থানে কিন্তু লজিস্টিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার আরও বেশি করে হচ্ছে।

লজিস্টিক অনেকগুলি পর্যায় নিয়ে তৈরি হয় যেমন, ইনবাউন্ড লজিস্টিক অর্থাৎ সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য এবং পণ্যের চলাচল পরিবহণ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে গুদামে প্রেরণ করা হয় এবং তারপর তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উৎপাদনের জন্য উৎপাদন সুবিধাস্থানগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর আউটবাউন্ড লজিস্টিক যা পণ্যগুলি গুদাম থেকে ভোগস্থলে বা গ্রাহকদের কাছে স্থানান্তরিত করার পদ্ধতি। আর রিভার্স লজিস্টিক হল সংস্কার, মেরামত, বিনিময়, নিষ্পত্তি বা পুনঃ ব্যবহারের জন্য পণ্য প্রতিস্থাপন বা ফেরত দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এছাড়াও ৩ পিএল লজিস্টিক বা ৪ পিএল লজিস্টিকও বর্তমান। এই লজিস্টিক ব্যবস্থা পুরোটাই উন্নত করিডর ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। করিডরগুলো, যেমন ডেডিকেটেড মালবাহী করিডোর (Dedicated Freight Corridor) বা অর্থনৈতিক করিডোর (Economic Corridor) পণ্য পরিবহণের জন্য নির্দিষ্ট পথ তৈরি করে। এর ফলে যানজট কমে, পরিবহণ-প্রক্রিয়া দ্রুত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করা সহজ হয়।

বিশেষ করে ই-কমার্স সেক্টরে নিরাপদে এবং সাশ্রয়ভাবে পণ্যের চলাচলে কিন্তু ব্যবসার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। গুদামজাতকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থাপনা, চাহিদা পরিকল্পনা, অর্ডার পূরণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পর্যায় লজিস্টিকের উপরই নির্ভরশীল। সেখানে লজিস্টিক ব্যবস্থাকে যদি গুরুত্ব দেওয়া না হয় তবে বাণিজ্যের প্রসারও সম্ভব নয় সেটাও স্বাভাবিক। ২০২২-'২৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতবর্ষে জিডিপি খরচের প্রায় ১৪ থেকে ১৮ শতাংশ খরচ এই লজিস্টিক সিস্টেমের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে এই খরচের পরিমাণ ৮ শতাংশের কিছু বেশি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেয় বাজেটের তথ্য বলছে, ওয়েস্টবেঙ্গল লজিস্টিক পলিসি (WBLP) ২০২৩-এর অধীনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রস্তাবিত ওয়েস্ট বেঙ্গল বুস্টিং লজিস্টিক এফিসিয়েন্সি (WBBLE) এবং ট্রেড ফেসিলিয়েশন (TF) প্রকল্পটি ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার, মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স (GOI)-এ দাখিল করা হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ২০৭২.৬৭ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। যার মধ্যে ১২৪৩.৬১ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৮২৯.০৭ কোটি টাকা প্রদান করা হবে।

দুটি প্রকল্পের জন্যই উল্লেখিত মিনিস্ট্রি (GOI)-র অনুমোদন প্রতীক্ষিত। এমনকী এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এবং কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক (KEXIM)-এর আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কল্যাণী, ডানকুনি-কোচবিহার, খড়্গপুর-মোড়গ্রাম এবং গুরুন্ডি, পুরুলিয়া-জোকা, কলকাতাতে ছটি রাজ্যব্যাপী শিল্প এবং অর্থনৈতিক করিডর স্থাপন করা হচ্ছে। রাজ্যের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার জন্য এই পরিকল্পনা দক্ষ লজিস্টিক-এর উন্নয়নের জন্য আরও লগ্নিতে সাহায্য করবে। চারটি করিডরের জন্য প্রাথমিক প্রকল্পব্যয় প্রায় ৪৪০০ কোটি টাকা। অমৃতসর থেকে ডানকুনি পর্যন্ত ইস্টার্ন ফ্রেড করিডর নির্মাণের স্বার্থে রঘুনাথপুর-পুরুলিয়ার ২৪৮৩ একর জমিতে শিল্পের জন্য জমি বরাদ্দ-সহ ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' নির্মাণ করতে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।

কয়েকদিন আগেই রাজ্য সরকার তাজপুর-ডানকুনি রঘুনাথপুর আর্থিক করিডর তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে প্রায় ২০০ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি সঠিক লজিস্টিক ব্যবস্থা পণ্য ও তথ্যের মসৃণ প্রবাহ নিশ্চিত করে শুধু নয়, খরচ হ্রাস করে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে, গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়ায়, সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বচ্ছতা আনে এবং ব্যবসায়ের লাভ আরও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

বর্তমান সময়ে কোনও রাজ্যের সরকার যখন লজিস্টিককে শিল্পের চেহারা দেয় তবে সেই সরকারের দূরদর্শিতা কতটা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লজিস্টিককে যে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে দেখিয়েছে। লজিস্টিককে শিল্পের তকমা দেওয়ায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর ছাড় এবং প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবে, যার ফলে নতুন বিনিয়োগ আসবে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। লজিস্টিক পার্ক নির্মাণ, জমি রূপান্তর এবং একটি নিবেদিত লজিস্টিক সেল গঠনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এই খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে তা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তেই পরিষ্কার। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপ যে আগামী দিনে অন্যান্য রাজ্যকেও পথ দেখাবে তা সহজেই অনুমেয়। লজিস্টিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ার অর্থ রাজ্যের পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। এর ফলে ই-কমার্স ও পরিবহণ ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে শুধু নয়, ব্যবসা ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও যুগান্তকারী বিপ্লব আনবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাওড়া তরুণ সমিতির পুজোয় অভিনেত্রী পদ্মিনী কোলাপুরী

রাজ্য
29 September, 2025 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

বাংলায় ব্যতিক্রম, বালিয়ার ১২ গ্রামে ৬০০ বছর ধরে 'নিষিদ্ধ' দুর্গা-আরাধনা

প্রতিবেদন : এখানে বাজে না আলোর বেণু, 'ভুবন' মেতে ওঠে না পুজোর গন্ধে। আশ্বিনের শারদপ্রাতে শরতের নীল আকাশে অরুণ আলোর অঞ্জলি ছড়িয়ে পড়ে না বালিয়ায়। বালিয়া পরগনার ১২ গ্রামে কোনও আঁচই পড়ে না শারদীয়া দুর্গোৎসবের। গোটা বঙ্গে এমন ব্যতিক্রমী চিত্র আর কোথাও মেলা ভার। শরতে সারা বাংলা যখন থিমভাবনা, মণ্ডপ-সজ্জার আতিশয্যে দুর্গোৎসবে মাতোয়ারা, তখন বালিয়া পরগনার বাসিন্দারা পুজোর সব আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে কাটান আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতোই নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগে।

হাওড়া জগৎবল্লভপুরের বালিয়া। বালিয়া পরগনার অন্তর্গত ১২ গ্রামে দেবী দুর্গার আবাহন নিষিদ্ধ। দশভুজা নন, ১২ বালিয়ায় প্রায় ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রীতি চলে আসছে। আজও তার অন্যথা হয়নি। এমনকী অন্য কোনও এলাকার দশভুজার প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রাও করা যায় না এখানে। কিন্তু কেন এই বৈপরীত্য? কী এর কারণ? সে-কাহিনি বড়ই বিচিত্র। বালিয়া পরগনার প্রধান উৎসব বৈশাখের সীতানবমী তিথিতে দেবী সিংহবাহিনীর মহাপুজোকে ঘিরে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বিরাট অন্নকুট মহোৎসবের আয়োজন হয় ১২ বালিয়ায়। তা ভিন্ন অন্য উৎসবের রেওয়াজ নেই বালিয়ার গ্রামে।

মোট ১২টি গ্রাম নিয়ে বালিয়া পরগনা। এই বালিয়াযুক্ত কোনও গ্রামেই দুর্গাপুজো হয় না। এলাকার প্রবীণরা বলেন, নিজবালিয়া, যমুনাবালিয়া, বাদেবালিয়া, গড়বালিয়া, নিমাবালিয়া, বালিয়া-ইছাপুর, বালিয়া-রামপুর, বালিয়া-প্রতাপপুর, বালিয়া-পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে দুর্গাপুজোয় নিষেধাজ্ঞা দেবী সিংহবাহিনীরই। সেই রীতি ভাঙার সাহস কারও নেই। কথিত আছে, পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা দেবীর স্বপ্নাদেশে জগৎবল্লভপুরের নিজবালিয়া গ্রামে নির্মাণ করে সুবিশাল মন্দির। সেখানেই সিংহবাহিনী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবীর নিত্যভোগ ও সেবার জন্য ৩৬৫ বিঘা জমিও দান করেন মহারাজা। তারপরই এলাকায় বসতি স্থাপন হয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের। সেই থেকে সিংহবাহিনীই বালিয়া পরগনার একমাত্র আরাধ্যা। দেবী সিংহবাহিনী নিমকাঠ দিয়ে নির্মিত। তাই গ্রামে পোড়ানো হয় না নিমকাঠও। জনশ্রুতি রয়েছে, স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বন্ধ মন্দিরকক্ষে দেবীর স্বপ্নাদেশমতো নিমকাঠ খোদাই করে মূর্তি তৈরি করেন। শ্বেতসিংহের পিঠে দাঁড়ানো সিংহবাহিনী কাঞ্চনবর্ণা ও সালঙ্কারা। তাঁর সাত হাত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। আর এক হাতে তিনি বরাভয়া। তবে মূর্তি গড়ে, আতিশয্যের মণ্ডপসজ্জায় মহিষাসুরমর্দিনীর পুজো না হলেও, দুর্গাপুজো ক'দিন সিংহবাহিনীকেই দুর্গারূপে আরাধনা করা হয়।

সাংসদের ফ্লেক্স ছিঁড়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি

সংবাদদাতা, হুগলি : পুজোর সময়েও রাজনৈতিক হিংসা বিরোধীদের। উত্তরপাড়ায় একাধিক জায়গায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাউন্সিলার অর্ণব রায়ের পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ। গোটা ঘটনায়, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও কাউন্সিলার অর্ণব রায়। অভিযোগ, এদিন সকালে উত্তরপাড়া দোলতলা, মাখলা, কাঁঠাল বাগান বাজার বিভিন্ন জায়গায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও তাঁর নামের পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই পোস্টার সরিয়ে দেওয়া হয়। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এই ধরনের কাজ করল সেই বিষয়ে তদন্তের দাবি জানান কাউন্সিলার। উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে, কীভাবে এটা সম্ভব হল প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই সংস্কৃতি কখনওই উত্তরপাড়ার রাজনীতিতে হতে পারে না। জেলার যুব সহ-সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, এই ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও ছিঁড়েছে এটা খুবই লজ্জার। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক।

রোদ-ঝলমলে সপ্তমী-অষ্টমী নবমীতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : পুজোর মুখে খানিকটা হলেও স্বস্তির কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অষ্টমী পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে আশ্বস্ত করল হাওয়া অফিস। তবে নবমী-দশমীতে ব্যাপক বৃষ্টি হবে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে নবমীতে। এর জেরে দশমী এবং একাদশী ভাসবে বৃষ্টিতে। নিম্নচাপে সমুদ্রে উত্তাল থাকবে। ১ অক্টোবর বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে সপ্তমী, অষ্টমী মোটামুটি রৌদ্রোজ্জ্বল থাকবে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হলেও তেমন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই কোথাও। কিন্তু নবমীর রাত থেকে একাদশী পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্র ভারী বৃষ্টি হবে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বেশি বৃষ্টি হবে।

নজর কাড়ছে বিভিন্ন মন্দিরের আদলে মণ্ডপ

সংবাদদাতা, বারুইপুর : তামিলনাড়ুর শিবপুরম মন্দির চাক্ষুষ করার সুযোগ করে দিল বারুইপুর ফুলতলা দুর্গোৎসব পুজো কমিটি। এবারে ৭৫ বছরে তাদের ভাবনা তামিলনাড়ুর শিবপুরম মন্দির। প্রতি বছরের মতো এবারেও কলকাতার পুজোকে টেক্কা দিতে তৈরি বারুইপুরের এই পুজোমণ্ডপ। প্রায় ১১০ ফুটের উচ্চতার এই মণ্ডপ জড়ি, সুতো, ফোম ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়েছে। মণ্ডপের প্রবেশ পথে রয়েছে ৪০ ফুটের গণেশ। পুজো কমিটির কর্তা সোমনাথ চক্রবর্তী ও পার্থ ভৌমিক বলেন, প্রদীপ রুদ্র পালের সাবেকি প্রতিমা ও চন্দননগরের অভিনব আলোকসজ্জা বিশেষ আকর্ষণ। রাস্তার দুধারে আলোকসজ্জার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক বার্তাও তুলে ধরা হয়েছে। বারুইপুর শাসন বালক সংঘ ফি বছরের মতো এবারও নজরকাড়া থিম নিয়ে হাজির হয়েছে। এবার তাঁদের থিম মানতপুরী। মণ্ডপ শিল্পী রাজকুমার গিরি বলেন, একটি মন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ হয়েছে। দেবতাদের উদ্দেশ্য যে যে জিনিসে মানত করা হয় তাই তুলে ধরা হচ্ছে মণ্ডপে। প্রবেশ পথে শিবলিঙ্গ, শিবের বসা মূর্তি রয়েছে। ভিতরে বাজছে একাধিক ঘণ্টা। মূলত মানত করতে গেলে সুতো, ইট ঝোলানো হয়, সেই আবহকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। দর্শনার্থীরা ভিতরে ঢুকে এক স্বর্গীয় পরিবেশের অনুভূতি পাবেন, এমনই বলছেন পুজো কমিটির কর্তা সুভাষ রায়চৌধুরী।

প্রবীণদের মণ্ডপ ঘুরিয়ে ঠাকুর দেখাল টিম 'অভিষেকের দূত'

বারাসত

সংবাদদাতা, বারাসত: এবার বয়স্কদের ঠাকুর দেখাতে উদ্যোগী হল 'অভিষেকের দূত' টিম। বারাসত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহার উদ্যোগে এলাকার প্রবীণ-প্রবীণাদের ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কো ২০২১ সালে ইন্ট্যানজেবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি এই সম্মানে ভূষিত করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক হিসেবে এবার চিকিৎসক পুরপিতার ব্যতিক্রমী প্রয়াস মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ নিগমের সহযোগিতায় বারাসত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৫০ উর্ধ্ব ৫৪ জন বয়স্ক-বয়স্কা এবং প্রান্তিক মানুষদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কলকাতা শহরের দুর্গাপুজোর ভ্রমণের আয়োজন করলেন বারাসত ওয়ার্ডের পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। ষষ্ঠীতে বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি দেবাশিস মিত্র এদিন পুজো পরিক্রমার শুভ উদ্বোধন করেন। বয়স্ক মানুষদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় সেই জন্য পুরপিতার নিজের উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূত হিসেবে ওয়ার্ডের ৫ তৃণমূল কর্মীকে নিয়োগ করেছেন। যারা বয়স্ক নাগরিকদের হাত ধরে প্রত্যেকটা পুজো প্যান্ডেলে প্রতিমা দর্শন থেকে শুরু করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের রাস্তা পারাপার করা এই সমস্ত ধরনের পরিষেবা দিচ্ছেন। তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুজাকে ইউনেস্কো ২০২১ সালে ইঞ্জেবিল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি এই সম্মানে ভূষিত করেছে, ফলে দুর্গাপুজো শুধু পশ্চিমবাংলাতে নয়, সারা বিশ্বে বন্দিত হচ্ছে।

■ কাউন্সিলর সুমিত সাহার উদ্যোগে প্রবীণদের ঠাকুর দেখানোর উদ্যোগে শামিল 'অভিষেকের দূত'।

অসহায় প্রবীণদের পোশাক দিল, ঠাকুর দেখাল পুলিশ

সংবাদদাতা, নববারাকপুর : নিউব্যারাকপুর এর আগে পুলিশকে এভাবে মানুষ দেখেনি, এবার পুলিশকে দেখল অন্যভাবে। কিছু গৃহহীন, পরিবারহীন, অসহায় মানুষ—বয়সে কেউ পিতৃতুল্য, কেউবা মায়ের বয়সী। এমনই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মাথা গোঁজার ঠাই দিয়েছে নববারাকপুর পুরসভা। সেই আশ্রয়স্থলের নাম 'স্নেহের বন্ধন'। থানা থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৫০০ মিটার। এলাকায় টহল দিতে দিতে এই অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দিকে চোখ পড়ে নববারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের। তারপরে থানার সাথে এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নতুন এক সম্পর্কের সূচনা হয়। অগনিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সন্তানতুল্য হয়ে ওঠেন নববারাকপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুমিতকুমার বৈদ্য। তার সাথে সঙ্গত দেন থানার অন্যান্য অফিসারেরা। এর আগে কেউই তাদের সাথে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করেনি, এমনভাবে এই অসহায় মানুষদের আগলে রাখেনি। সুমিতবাবু সেই জড়তা ভেঙেছেন, হয়ে উঠেছেন অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নির্ভরতার জায়গা।দেবীপক্ষের শুভ ষষ্ঠীর সন্ধিক্ষণে যখন মঙ্গলবাদ্য ও শঙ্খধ্বনিতে বোধনের সূচনা হচ্ছে, সেই সময় নববারাকপুরে গৃহহীনদের আবাসনের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পুজোর প্রীতি পোশাককে বরণ করে অন্যরকম দেবী বোধনের সূচনা করলেন নববারাকপুর থানার আধিকারিকরা।

রাজ্য

29 September, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বরানগরে নেতাজি পার্কে জাগোবাংলা স্টলে সিআইসি রামকৃষ্ণ পাল-সহ অন্যরা

মহাষষ্ঠীতে শহর থেকে শহরতলির বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা

■ শনিবার হাওড়ার আন্দুল রাজবাড়ি মাঠে আইএনটিটিইউসি হাওড়া গ্রামীণ জেলা সভাপতি অরুপেশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তাঁর প্রয়াত স্ত্রী সীমা ভট্টাচার্য স্মরণে বার্ষিক বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বাটানগরের গঙ্গার তীরে প্রিন্সেপের প্রথম দুর্গোৎসব।

■ শনিবার আহিরিটোলা মোড়ে জাগোবাংলা-র স্টলের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। ছিলেন কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু, পাপ্পু তিওয়ারি, সঞ্জয় রায়, রাজা মণ্ডল প্রমুখ।

■ উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের ১৩ নং ওয়ার্ডে জাগোবাংলা বইয়ের স্টল উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রবিবার।

■ কুমারটুলি সর্বজনীনের এ-বছরের মাতৃপ্রতিমা।

■ সল্টলেকের সিজে ব্লকে ৪০তম সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। ছিলেন পুজো উদ্যোক্তা ও আবাসিকেরা।

■ হাওড়ার দাশনগরের দক্ষিণ শানপুর সৎচাষি পাড়া দুর্গোৎসব কমিটির এ-বছরের দুর্গা প্রতিমা।

■ বসিরহাটের ২০ নং ওয়ার্ডে মিলনের দুর্গাপুজো মণ্ডপে জাগোবাংলা স্টল উদ্বোধনে বুরহানুল মুকাদ্দিম (লিটন), সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি রায়চৌধুরী মিত্র, সুবীর সরকার, পুজো পরিমল মজুমদার, রুম্পা মজুমদার-সহ অন্যরা।

■ টালিগঞ্জে কীর্তি অ্যাপার্টমেন্টে ১৬তম বছরের দুর্গাপুজো।

■ ২৮ নং ওয়ার্ডের সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধনে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী, যুবনেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ অন্যরা।

■ পুজো উপলক্ষে বস্ত্রদান। রয়েছেন স্বরূপনগর পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নারায়ণচন্দ্র কর-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গোৎসব কমিটি

আমার বাংলা

29 September, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

থিম, সাবেকিয়ানায় সেজে উঠেছে উত্তর-দক্ষিণের মণ্ডপ ও প্রতিমা

দূষণরোধের বার্তা, কোচবিহারের রকি ক্লাবের থিম সবুজের সংকল্প।

দুর্গাপুরে সিজনের ৪৪ বছরের থিম অমরনাথের বরফানি বাবার মন্দির।

মহিষাদল সানডে ক্লাবের প্রতিমা।

পুতুল নাচের ইতিহাস ধরে সেজে উঠেছে খাগড়াবাড়ির পুজো মণ্ডপ।

রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর সর্বজনীনের নজরকাড়া প্রতিমা।

মায়াবি আলোয় সৌন্দর্য রায়গঞ্জ অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ।

শিল্পকলায় সেজে উঠেছে তরুণ সংঘের পুজো মণ্ডপ।

পাটাকুড়া ক্লাবের এবছরের আকর্ষণ ছৌ নাচ।

শিলিগুড়ির উদয়ন সমিতিতে ঠাকুর দালানের আদলে মণ্ডপ।

পুজো উপলক্ষে শাড়ি উপহার দিলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

29 September, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পুরুলিয়ায় জাগোবাংলা স্টল ঘিরে উন্মাদনা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুজোমণ্ডপে জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধন হতেই ভিড় জমে গেল। সকলেই দেখতে চান মুখ্যমন্ত্রীর লেখা আছে কিনা। মহাষষ্ঠীর বিকেলে পুরুলিয়া শহরের রথতলা-সহ বেশ কয়েকটি মণ্ডপে স্টলের উদ্বোধন করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজীব বলেন, পুজো মানেই যে জাগোবাংলা তা এই আগ্রহ দেখেই বোঝা যায়।

সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন পুজোর থিমে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শিল্পনগরী দুর্গাপুরের ক্লাব স্যান্টোসের পুজোর থিম এবার 'উড়তে তাদের মানা'। ৫৫ বছরে পড়েছে এই পুজো। ক্লাব উদ্যোক্তারা জানান, আমরা ছোটবেলায় দেখতাম বিভিন্ন ধরনের পাখি ঘুরে বেড়াত। কিন্তু শহরে ফোনের টাওয়ারের সংখ্যা বাড়ায় পাখিদের আনাগোনা, ওড়াউড়ি অনেক কমে গিয়ে কার্যত তারা বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ছোট ছোট বাচ্চাদের বইয়ের ভার এতটাই বেশি যে তারা সামলাতে পাচ্ছে না। এর উপর আবার তাদের মোবাইলে আসক্তি বেড়ে চলেছে। এই সামাজিক অবস্থাটাই এবার আমাদের মণ্ডপে থিম হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ বছর এই পুজোর বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

বাঁকুড়ায় নবরাত্রি পালনে ৭০ গুজরাতি পরিবার

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: শ্রী কুচ কাডওড়া পাতিদার সমাজের উদ্যোগে নবরাত্রি উপলক্ষে শহরের লালবাজারে প্রতিদিন পুজোপাঠের পাশাপাশি সন্ধ্যায় ঐতিহ্যবাহী ডান্ডিয়া নাচ আয়োজিত হচ্ছে। মূলত কাঠের ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু গুজরাতি পরিবার বাঁকুড়ায় আসে। পরে নিজেদের রাজ্যে ফিরে না গিয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তারা। বর্তমানে ১৫০টি পরিবার থাকলেও ৭০টি পরিবারের সদস্যরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের টানে নবরাত্রি উপলক্ষে এই শ্রী কুচ কাডওড়া পাতিদার সমাজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

হাতির হানার আশঙ্কায় পুজোয় জঙ্গলমহলে বনকর্মীদের টহল, কড়া নজরদারি চলছে

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বৃষ্টি আর জঙ্গল থেকে লোকালয়ে হাতিদের অবাধ যাতায়াত— এই দুই আতঙ্ক জঙ্গলমহলের শারদোৎসবের আনন্দ ম্লান করে দিচ্ছে। দুর্গাপুজোয় দর্শনার্থীদের সুরক্ষায় হাতির দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বন দফতর। ঝাড়গ্রামে গত শুক্রবার দুপুর থেকে শুরু হয় ভারী বৃষ্টি। এই পরিস্থিতিতে পুকুরিয়া, গিধনি, বিড়িহাড়ি ও বাঁশতলা অঞ্চলের পুজোমণ্ডপগুলিতে বিশেষ নজরদারি চলছে। হাতিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ৫০ জনের বেশি ট্র্যাকার টিম সদস্যকে সর্বক্ষণ মোতায়েন রাখা হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৮টি গাড়ি। জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া বনকর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম নিজে মাঠে থেকে হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধান

করছেন। তিনি জানান, আমরা সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কর্মীদের ছুটি বাতিল হয়েছে। আমরা ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত। পরিসংখ্যান বলছে, হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা কয়েক বছরে কমেছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মৃত্যু হয় ২৮

ঝাড়গ্রাম জনের, ২০২৩-২৪ সালে ১৭ জন, ২০২৪-২৫ সালে ৭ জন এবং চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন বনকর্মীও রয়েছেন। পাঁচ বছর আগেও ঝাড়গ্রামে বছরে গড়ে ১৫ জনের প্রাণ যেত হাতির হানায়। তবে নিয়মিত নজরদারির ফলে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। বন দফতর সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে ঝাড়গ্রাম ডিভিশনে প্রায় ২০টি হাতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হাতি বিধিহাঁড়ি বিটের চাকুয়ার জঙ্গলে বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরছে। মূল দলটি মানিকপাড়া রেঞ্জ এলাকায় অবস্থান করছে। তবে যাতে হঠাৎ করে হাতির দল কোনওভাবেই লোকালয়ে ঢুকে পড়তে না পারে, তার জন্য সর্বক্ষণ বনকর্মীদের টহল ও কড়া নজরদারি জারি রয়েছে।

পুজোয় আদিবাসীদের জন্য বসল ১ টাকার হাট

■ খেতিয়ার হাটে চলছে কেনাবেচা।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মাত্র ১ টাকার হাট। অবিশ্বাস্য লাগলেও বাস্তবে প্রায় ৬ বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুজোর আগেই এই ১ টাকার হাট বসিয়ে আসছে বর্ধমান গ্রিন হণ্টার অ্যান্ড স্টুডেন্ট গোল নামে এক সংস্থা। শনিবার বর্ধমানের খেতিয়ার আদিবাসীপাড়ায় বসে ১ টাকার এই হাট। সংস্থা সম্পাদক রাকেশ খান জানান, পুজোর সময় অনেকেরই কাপড়জামা কেনার সামর্থ্য থাকে না। আত্মসম্মান বোধ থেকে বিভিন্ন সংস্থার অনুষ্ঠানে গিয়ে বস্ত্র নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। সেই প্রান্তিক মানুষদের কথা ভেবেই ২০১৯ থেকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের এলাকায় গিয়ে ১ টাকার বাজার বসান। এদিন খেতিয়া আদিবাসীপাড়ার ১ টাকার হাটে ছিল শাড়ি, শিশুদের ও যুবক-যুবতীদের পোশাক। ১ টাকা নিয়ে এঁদের আত্মসম্মান বজায় রাখা হয়। মাত্র ১ টাকা দিয়েই পছন্দমতো পোশাক নিয়ে যেতে পেরেছেন প্রায় ৩০০ মানুষ।

স্ত্রীকে কুপিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে খুন, ধৃত স্বামী

প্রতিবেদন : ষষ্ঠীর দিন পুরুলিয়ায় বলরামপুরের করমা গ্রামে দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামীর হাতে খুন হলেন স্ত্রী মাধুরী মোদক। প্রথমে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে স্ত্রীকে খুন করার পর পেট্রোল ঢেলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় স্বামী নবীন মোদক। পুলিশ নবীনকে গ্রেফতার করেছে। দম্পতির একমাত্র মেয়ে অনিতার বিয়ে হয় কয়েক বছর আগে। তার পর থেকেই দুজনের মধ্যে অশান্তির শুরু। শনিবার রাতে অশান্তি আরও বাড়ায় ভোররাতে ঘরের মধ্যেই স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে নবীন। তারপর তার স্কুটির ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোল বের করে স্ত্রীর শরীরে, বাড়িতে ঢেলে সে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ছুটে এসে প্রতিবেশীরা দেখেন ঘরের ভিতর আগুন জ্বলছে, কুড়ুল নিয়ে নবীন বাইরে দাঁড়িয়ে। খবর পেয়ে বলরামপুর থানার পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। মাধুরীর দগ্ধ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পুরুলিয়ার দেবেন মাহাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। অভিযুক্ত স্বামী নবীন মোদককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বলরামপুর থানার পুলিশ। খবর পেয়ে মেয়ে অনিতাও শ্বশুরবাড়ি ঝাড়খণ্ড থেকে বলরামপুরে এসে পৌঁছন। বাড়ির এই ঘটনায় তিনি বাকরুদ্ধ প্রায়। পুজোর সময় গ্রামের এক পরিবারে এই ধরনের নারকীয় ঘটনা ঘটে যাওয়ায় শোকাহত গোটা করমা গ্রাম।

প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধনে মন্ত্রী, পুজো শুরু এসপির

■ তেমাথানির পুজো উদ্বোধনে এসপি ধৃতিমান সরকার।

সংবাদদাতা, সবং : শনিবার পঞ্চমীর শুভদিনে তেমাথানি পল্লীশ্রী সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি ধৃতিমান সরকার। পাশাপাশি তেমাথানি বাজারে প্রায় এক কোটি টাকা টাকায় নির্মিত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, এডিএম জেলা পরিষদ শ্রীনিবাস পাতিল, সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, খড়্গপুরের এসডিও যোগেশ্বর রাও পাতিল প্রমুখ প্রশাসনের বিভিন্ন কর্তারা। আগামী দিনে এই এলাকায় একটি ওয়াচ টাওয়ার বসবে। প্রবেশগেট তৈরি করে তেমাথানিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যেই এই এলাকায় অনেক মনীষীর মূর্তি বসানো হয়েছে। আরও নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।

ঝাড়গ্রামের খাটুয়াবাড়ির পুজো শুরু গ্রাম্য আড্ডায় সিদ্ধান্তে

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কালিঞ্জা গ্রামে ভোরের আলো ফুটলেই খাটুয়াবাড়ির আঙিনায় ওঠে চায়ের কাপে ধোঁয়া আর গল্পের গুঞ্জন। বহুদিনের বাঙালি অভ্যাস, ছুটির দিনে চায়ের সঙ্গে গল্পগুজব। আজ থেকে ১৪ বছর আগে এমনই এক ছুটির সকালে খাটুয়াবাড়ির উঠোনে আড্ডা জমে ছিল। তখন কেউ ভাবেনি সেই আড্ডাই একদিন ইতিহাস হয়ে উঠবে। আড্ডার মাঝে হঠাৎ কেউ বলেন, এবার যদি পুজোটা আমরা করি? সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কজনের চোখে ঝিলিক। আর ঠিক সেই সময়ই দরজায় হাজির প্রতিমাশিল্পী। যেন দেবীরই সংকেত। শুরু হল অভূতপূর্ব অধ্যায়। মাত্র ২০-২২ দিনে প্রস্তুতি সেরে শুরু হল গ্রামের প্রথম দুর্গাপুজো। তার পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৪ বছর ধরে প্রতি শরতে খাটুয়াবাড়ি হয়ে ওঠে

■ পুজো শুরুর আগে খাটুয়াবাড়ির মূর্তি নির্মাণের ছবি।

দেবী দুর্গার আবাস। আজ সেই পারিবারিক আয়োজনই গ্রামবাংলার এক অনন্য উৎসব। আইআইটির প্রফেসর ভানুভূষণ খাটুয়া, তাঁর বড় কাকু সুশীল খাটুয়া, ছোট ভাই চন্দন খাটুয়া আর খুড়তুতো ভাই চঞ্চল খাটুয়া মূল দায়িত্ব সামলান। এই পুজোর প্রতি পদেই বিশেষত্ব। দেবীর কাছে আনা হয় সমুদ্রের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, বৃষ্টির জল, শিশির। আনা হয় রাজবাড়ির মাটি, দেবালয়ের মাটি, চৌরাস্তার মাটি, গবাদি পশুর গোচারণের মাটি। পঞ্চমীর দিন বেলগাছের তলায় তৈরি হয় বেদি, সেখানে দেবীর বোধন। প্রতিদিন অন্নভোগ ও অঞ্জলিতে অংশ নেন গ্রামের মানুষ। অষ্টমীতে গোটা গ্রাম এক হয়ে খিচুড়ি আর পায়েস খান। দশমীতে নয়, খাটুয়া বাড়িতে বিসর্জন হয় দ্বাদশীতে। বাড়ির সদস্যরা বলেন, আমাদের পুজো হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল। গ্রামের মানুষ পুজো দেখতে পারবেন, এই ভাবনা থেকেই আয়োজন হয়। এখন সেই ছোট আড্ডা থেকে শুরু হওয়া পুজো হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীর গর্ব। পারিবারিক পরিসরের বাইরে এই দুর্গোৎসব আজ প্রকৃত অর্থেই সর্বজনীন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

29 September, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

মেয়েকে নিয়ে হাটসেরান্দি গ্রামে পারিবারিক মা দুর্গাদর্শন করে এলেন অনুব্রত মণ্ডল

প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ মোদি, বিজেপিতে আস্থা নেই

৫০ যুবকর্মী দল ছেড়ে এলেন তৃণমূলে

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বিধানসভা ভোটের মাত্র কয়েক মাস আগে সিউড়ি বিধানসভায় খেলা শুরু করে দিল তৃণমূল। রবিবার মহাষষ্ঠীর পুণ্য দিনে বিজেপির ঘর ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৫০ জন তরুণ। সিউড়ির বিভিন্ন পুর এলাকা থেকে বিজেপির যুবকর্মীরা বিজেপি নেতাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তৃণমূলে চলে এসেছেন বলে জানালেন। সদ্য প্রাক্তন বিজেপির এই যুবকর্মীদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তৃণমূলে আসা বিজেপির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সম্পাদক সুদীপ্ত সিংহ বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচন থেকে আমরা বিজেপির সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আজ অবধি বিজেপির জেলা নেতাদের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা পাইনি। কেবলমাত্র ধর্মীয় বিভাজনের কথা শুনিয়ে আমাদের বোঝাত যে তৃণমূল মুসলিম তোষণকারী দল। কিন্তু বিজেপিতে থেকেও বিপদে পড়ে যখনই তৃণমূল নেতাদের কাছে সাহায্য চেয়েছি তাঁরা কিন্তু সাহায্য করেছেন আমাদের রাজনৈতিক রঙ না

দলের নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী।

দেখে। কোথাও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে বিজেপির জেলা নেতৃত্বকে জানালে তারা বলে দিত নিজেদের মতো করে সমস্যা মেটাতে হবে। দল সমস্যায় জড়াবে না। এখন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজেপি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়। নবীন প্রজন্মের তরতাজা যুবকেরা মোদিজিকে দেখে বিজেপিতে যোগদান করেছিল এবং দেশ গড়ার যে স্বপ্ন তাদের দেখানো হয়েছিল তা সম্পূর্ণ মায়াজাল। বিজেপিতে থাকতে হলে শুধু ধর্মীয় হিংসার কথা বলতে হবে, দাঙ্গা লাগানোর জন্য মানুষকে উৎসাহ দিতে হবে, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে হবে, তবেই বিজেপিতে বড় পদ মিলবে।

সিউড়ি

সমাজে বাস করে সবাইকে যদি ষড়যন্ত্রকারী বা শত্রু হিসেবে দেখি তাহলে একদিন এই সমাজ জঙ্গলে পরিণত হবে। তাই বিজেপি ছেড়ে আমরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়িতে বিজেপির পতন অনিবার্য। প্রথম কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দুয়ারে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন তাতে মানুষ তাঁর বিকল্প আর কাউকে এ রাজ্যে দেখতে চান না। দ্বিতীয়ত, বিজেপির ওপর ধীরে ধীরে সর্বস্তরের মানুষ আস্থা হারাচ্ছেন। কারণ নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসে দেশের মানুষের কাছে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার একটাও পালন করতে পারেননি। কালো টাকা ফেরত আসেনি, বছরে ২ কোটি চাকরি দিতে পারেননি, কাশ্মীরে জঙ্গিহানা থামেনি, অনুপ্রবেশ রুখতে ব্যর্থ, গরিব মানুষের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে বিজেপি সরকারের ভুল অর্থনীতির কারণে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেন ছয় মাস পর দেশের প্রধানমন্ত্রী সেটাই অনুকরণ করেন। বিজেপির সকলেই বুঝে গিয়েছে আগামী বিধানসভা ভোটে দল বাংলায় মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই ভরসা রাখতে পারছে না। খেলা আরও বাকি আছে, তৃণমূলে যোগদানের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। সময় হলেই দলের অনুমতি নিয়েই সবাইকে দলে নেওয়া হবে।

কামালপুরের পুজোর এবার বড় চমক ১০০ ফুটের প্রতিমা

সংবাদদাতা, নদিয়া : রানাঘাটে দুর্গাপুজোর বড় চমক দিল কামালপুরের ক্লাব অভিযান সংঘ। এবার তাদের প্রতিমা ১০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতার। জেলার সবচেয়ে বড় প্রতিমা দেখতে ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। আগের বছরেই বড় প্রতিমা গড়ে পুজো করতে চান উদ্যোক্তারা। তবে টেকনিক্যাল সমস্যায় প্রশাসনিক অনুমতি মেলেনি। এবার প্রথম থেকেই সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেই পুজোর আয়োজন করে সাড়া ফেলে দিয়েছে এই ক্লাব। ১১২ হাত উচ্চতার এই প্রতিমার শনিবার উদ্বোধন করেন রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার লালটু হালদার ও রানাঘাট উত্তর-পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সমীরকুমার পোদ্দার। বিশাল বড় দুর্গাপ্রতিমার কথা জেনে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন প্রতিমা দর্শনে।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এনডিএফ কর্মীর

মৃত দুখু মুর্মু।

সংবাদদাতা, ডেবরা : পঞ্চমীর রাতে ডিউটিরত অবস্থায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ডেবরা থানার এনভিএফ কর্মী দুখু মুর্মুর। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। দু'মাসের জন্য ডেবরা থানায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন পুলিশ লাইন থেকে। শনিবার রাতে থানা থেকে ডেবরা বাজার যাওয়ার পথে পিডব্লুডি অফিসের কাছে বালিচক-ডেবরা রাজ্য সড়কে ইলেকট্রিক খুঁটিতে বাইক নিয়ে ধাক্কা মারেন তিনি। দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে মেদিনীপুর নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে 'পথের সাথী' প্রকাশ

প্রতিবেদন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে হুগলির হরিপাল ব্লকের মালিয়া বিপিনবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকাশ হল 'পথের সাথী' পত্রিকার শারদ সংখ্যা। আগমনি গানে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছিলেন কবি বরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মৈনাক দে, বিশিষ্ট লেখক ড. রেণুপদ ঘোষ, কার্তিক ঘোষ, তৈয়েব মন্ডল, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্টজনেরা।

কৃষ্ণগঞ্জে মন্ত্রী, বাংলার পুজো বিশ্বে স্বীকৃত মুখ্যমন্ত্রীর জন্য

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামগুলি পুজোর চার দিন মেতে ওঠে দেবী আরাধনায়। সহজ সরল জীবনযাত্রা হলেও এই চার দিন মহোল্লাসে কাটান কৃষ্ণগঞ্জ, চাপড়া, করিমপুরের মানুষজন। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের মাজদিয়ার লক্ষ্মীডাঙা গ্রামের ৭৬ বর্ষের পুজোর থিম মহাকাল। রবিবার দুপুরে এই পুজোর সূচনা করেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। উদ্বোধনের

সীমান্তের গ্রামে পুজো উদ্বোধনে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। রবিবার।

পর মন্ত্রী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাংলার দুর্গাপুজো আজ বিশ্বে অনন্য স্থান অধিকার করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের জন্যই ইউনাইটেড নেশন দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই ক্লাব ও বারোয়ারিগুলি সুষ্ঠু ও সফলভাবে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে পেরেছেন। এদিন প্রায় ২০০ জন গরিব মানুষকে বস্ত্র বিলি করা হয়।

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে উধাও হল প্রতিবেশী দাদু

সংবাদদাতা, হলদিয়া : পড়শী এক দাদুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। ঘটনায় পলাতক অভিযুক্ত দাদু। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হলদিয়া পুর এলাকায়। ইতিমধ্যে ওই নাবালিকাটি ধর্ষণের জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। পুলিশের তরফ থেকে তাকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করে আদালতের নির্দেশে সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে। জানা গিয়েছে নাবালিকার বয়স প্রায় ১৪ বছর। তার বাবা কোনও একটি মামলায় বেশ কিছুদিন জেলে ছিলেন। এদিকে বাড়িতে বাবা না থাকার সুযোগে পড়শী দাদু নাবালিকাকে ডেকে খাবার, টাকা-পয়সাও দিত। তাকে একা পেয়ে খাবারের লোভ দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে অভিযুক্ত। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও কয়েক মাস গড়াতেই নাবালিকার শারীরিক পরিবর্তন ঘটায় পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়। ইতিমধ্যে তার বাবা জামিনে ছাড়া পায়। বাবা-মাকে গোটা বিষয় জানায় ওই নাবালিকা। এরপরই অভিযুক্ত দাদুর বাড়িতে চড়াও হন পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীরা। অবস্থা বেগতিক বুঝে পেরে প্রথমে টাকা দিয়ে গোটা বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু পরিবার তার প্রলোভনে পা না দিয়ে ভবানীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করে। এরপরই বাড়ি ছেড়ে পালায় অভিযুক্ত।

চিনাকুড়িতে খুন মুম্বই থেকে ধৃত ২

সংবাদদাতা, আসানসোল : চিনাকুড়ি খুনের ঘটনায় মুম্বই থেকে গ্রেফতার হল দুই অভিযুক্ত। জানা যায়, গত ১৮ অগাস্ট চিনাকুড়ির গোপাল মাহাতকে (৪৫) পিটিয়ে খুন করা হয়। মৃতের পরিবার নিয়ামতপুর

মুম্বই থেকে খুনে অভিযুক্ত দু'জনকে ধরে আনল পুলিশ।

ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে বলে, গোপালকে বাড়ির সামনে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে চিনাকুড়ি ডিসপেন্সারির সামনে ফেলে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে কুলটির নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় প্রথম গ্রেফতার হয় এক মহিলা। এরপর রবিবার মুম্বই থেকে গ্রেফতার হয় চিনাকুড়ির বাসিন্দা রক্কি নুনিয়া ও পঙ্কজ নুনিয়া। তাদের পাকড়াও করে আসানসোল নিয়ে এল নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

সাতসাগরের জলে স্নানপর্বে শুরু বিশ্বমাতার পুজো

প্রতিবেদন : মহাষষ্ঠীর দিন বোধন হল নব ব্যারাকপুরের বিশ্বমাতা মন্দিরের বিশ্বজনীন দুর্গাপুজোর। প্রসঙ্গত, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর নিজের গড়া প্রতিমার সারা অঙ্গে কৈলাস ও মানস সরোবরের জল এবং পবিত্র মাটি লেপা হয়। তিনি জানান, এখানে প্রশান্ত, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর, দক্ষিণ ও

নিজের গড়া প্রতিমার সামনে সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী।

উত্তর সাগর এই সাতসমুদ্রের জলে মায়ের মহাস্নান সম্পন্ন হয়। সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম প্যালেস, স্পেনের রাজবাড়ি, নেপালের রাজবাড়ির মাটি-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজবাড়ির মাটিও মায়ের স্নানে নিবেদিত হয়। এখানে শাস্ত্রবর্ণিত সর্বপ্রকার জল এবং মাটি মায়ের স্নানে ব্যবহৃত হয়, তাই এই মন্দিরের মা হলেন বিশ্বজনীন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 September, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ঘামছে পাহাড় কালিম্পঙে চলছে এসি, ঘুরছে ফ্যান

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

পুজোর ছুটি পড়তেই গুটি গুটি পায়ে ভ্রমণপিপাসুরা হাজির হয়েছেন পাহাড়ে। সবুজ ঘেরা চা-বাগান, নীল আকাশ, শীতের আমেজ আর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে কালিম্পংকেই বেছে নিয়েছেন অনেকে। কিন্তু কোথায় ঠান্ডা? চাদর, শোয়েটার, কম্বল ফেলে পর্যটকরা চাইছেন এসি চালাতে, হোটেলে বন বন করে ঘুরছে ফ্যান! আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এভাবেই নাজেহাল উত্তর থেকে দক্ষিণ, পাহাড় থেকে সমতল। আশ্বিনের দুপুরে শিলিগুড়ির পাশাপাশি ঘামছে উত্তরের পাহাড়ও। ঘামছে দার্জিলিং-সহ কালিম্পং। রবিবার বেলা বাড়তেই কালিম্পংয়ে পেরিয়েছে ৩৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা। প্রসঙ্গত, শারদোৎসবে মেতে গোটা বাংলা, তারই মাঝে অনেক পর্যটক ঘুরতে এসেছেন পাহাড়ে নিয়ে এসেছেন শীতের পোশাকও! তবে সেই শীতের পোশাক ব্যাগ থেকে বের করবার সাহস দেখাচ্ছেন না পাহাড়প্রেমী পর্যটকরা। কারণ উত্তরবঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরমের তাপমাত্রা। বেলা বাড়তেই পাহাড়ে চলছে এসি। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন শিলিগুড়ির নিবাসী সুতীর্ণা চৌধুরী। পুজোর ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরতে এসে নাজেহাল সুতীর্ণা। তাঁর বক্তব্য, গরমে ঘেমে-নেয়ে নাকাল হচ্ছি আমরা। পর্যটকদের পাশাপাশি পাহাড়ের বাসিন্দারাও নাকাল হচ্ছে এই পরিস্থিতির জন্য। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার একমাত্র উপাদান গাছ। আর সে গাছই কেটে ফেলার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে বলে এই পরিস্থিতি। বললেন সুতীর্ণা। পাশাপাশি অতিরিক্ত গরমের কারণে পাহাড় থেকে ক্রমাগত ঘামতে শুরু করেছেন পর্যটকেরা। ফলে পুজোর মরশুমে পর্যটন ব্যবসায় কিছুটা ভাটা পড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

শিলিগুড়িতে জাগোবাংলার স্টল উদ্বোধন হল ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়। স্টলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীরা সংগ্রহ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই।

নকল মদ-কাণ্ডে ধৃত

চালকলের আড়ালে ভেজাল ও নকল বিলিতি মদের কারবারের অভিযোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘিতে বড়সড় অভিযান চালাল আবগারি দফতর। শুক্রবার ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত চলা তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণে নকল মদ, সিল, বারকোড ও স্পিরিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় দুটি রাইস মিল সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে আবগারি দফতর। উদ্ধার হয়েছে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার স্পিরিট, প্রায় ২ কোটি টাকার নকল মদ, বিভিন্ন নামীদামি ব্র্যান্ডের নকল সিল ও বারকোড।

জাগোবাংলার স্টল

পুজো উপলক্ষে জাগোবাংলার স্টল উদ্বোধন হল কোচবিহারে। রবিবার মহাষষ্ঠীর সকালে দেবীবাড়ি এলাকায় ওই স্টলের উদ্বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। অনুষ্ঠানে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সহকারী সভাপতি সায়নদীপ গোস্বামী সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

শারদ সম্মান

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানে সেরা মণ্ডপসজ্জায় পুরস্কৃত শিলিগুড়ির মিলনপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। ক্লাবের পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ণয় রায়ের হাতে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান তুলে দিলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিঙ্ঘল।

পুজোয় রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের কাজ অব্যাহত

দিনহাটার মাতালহাটে তাপসী সেতুর শিলান্যাস

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দিনহাটার মাতালহাটে সাহাজের ঘাটে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত তাপসী সেতুর শুভ উদ্বোধন করা হয়। রবিবার সকালে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ এই সেতুর উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এছাড়াও মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানবেন্দ্র নাথ রয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে। সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এই সেতু চালু হওয়ায় স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা উভয়েই বলেন, রাজ্য সরকার এই এলাকায় প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করছেন।

সেতুর সূচনায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া

ধূপগুড়ির দইখাওয়া ব্রিজের কাজের সূচনা হল ষষ্ঠীতে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: পুজোর মধ্যেই উপহার পেল প্রত্যন্ত গ্রাম। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় গধেয়ারখুটি অঞ্চলের দইখাওয়া ব্রিজের নতুন নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করা হয়। রবিবার শিলান্যাস করেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়। ব্রিজ নির্মাণ হলে স্থানীয় মানুষের যাতায়াত হবে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সুবিধাজনক। কৃষি, ব্যবসা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ হবে আরও প্রশস্ত। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, এই সেতু গড়ে তুলবে এলাকার ঐক্য ও অগ্রগতির প্রতীক। বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ভাবনাই আজ আমাদের এই এলাকায় বাস্তব রূপ পাচ্ছে। দইখাওয়া ব্রিজ নির্মাণ হলে গধেয়ারখুটি ও আশপাশের হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হবে। কৃষকরা তাঁদের ফসল সহজে বাজারে নিয়ে যেতে পারবেন, ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজে যেতে আর কোনও সমস্যায় পড়বেন না।

শিলান্যাস করছেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

পুজো পরিক্রমায় স্পেশাল বাস এনবিএসটিসির

প্রতিবেদন: বেড়েছে বাস। প্রত্যেকটি রুটেই পর্যাপ্ত পরিষেবা। তাই উত্তরের বাসিন্দারা ঠাকুর দেখতে যাচ্ছেন এনবিসিএসটিসির বাসে করেই। পুজোয় এবার ঠাকর পরিষেবার দিক থেকে এগিয়ে এনবিএসটিসি। বাসে পুজো পরিক্রমার সুবিধা পোয়ার খুশি উত্তরের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার চতুর্থীতে পুজো পরিক্রমার আয়োজন ছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের উদ্যোগে। পরিক্রমার বুকিং

করা যাত্রীদের জন্য ছিল ঢালাও আয়োজন। স্ন্যাক্স থেকে ডিনার, সবকিছুই ছিল নির্দিষ্ট মূল্যের মধ্যে। নন-এসি বাসে ৩২ সিটের মধ্যে ১৯ সিটে বুকিং হয়। অন্যদিকে, এসি বাসের ২৭ সিটের মধ্যে ১৮ সিট বুক করেন দর্শনার্থীরা। পঞ্চমীতেও ছিল পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা। সব সিটিই বুকিং হেয়ে যায় বলে জানিয়েছে সংস্থা। এনবিএসটিসির এই বিশেষে পরিষেবায় খুশি উত্তররের বাসিন্দারা। রায়গঞ্জ থেকে আসা মৌ রায় চৌধুরি বলেন, বাসে পরিষেবা খুবই ভালো। সেই সঙ্গে খাবারের আয়োজন থাকায় আরও সুবিধা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখা হচ্ছে বাসে। ফলে পরিবারের সকলে মিলে সুন্দরভাবে ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এনবিএসটিসি।

চা-বাগানের প্রত্যন্ত এলাকার পুজোয় এবার থিমের ছোঁয়া

কায়েশ আনসারি ● দার্জিলিং

চা-বাগান ঘেরা প্রত্যন্ত এলাকা। চা-শ্রমিকদের বসবাস। দূষণ ওই এলাকাকে গ্রাস করতে পারেনি। তবে ওই এলাকা থেকে বেরিয়ে এলেই ঘিঞ্জি, গাড়ি-ঘোড়া আর ধুলো। শ্রমিক পরিবারগুলির যাতায়াত ওই এলাকা ধরেই। ধুলো, ধোঁয়া থেকে প্রকৃতিকে বাঁচাতে চায় ওই পরিবারগুলি। এবার তাঁদের দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়েই দিলেন এমন বার্তা। সাবেকি নয়, এবার থিমেই হল চা-মহল্লায় উমার আবহন। দূষণ রোধের বার্তা দিতে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ তৈরি হয়েছে দার্জিলিঙের প্রত্যন্ত গ্রাম পোখরাবঙে। থিম হয়েছে পর্যটন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে। এবার এই এলাকার পুজো তিন বছরে পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পুজোর উদ্বোধন করেছেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে। পোখরাবং গ্রামে ৯টি চা-বাগান রয়েছে। এই গ্রামের পুজোর একটি বিশেষত্ব রয়েছে। প্রত্যেক বছরই পুজোর মধ্য দিয়ে কোনও কোনও বার্তা দেওয়া হয়। তবে আগে সেভাবে থিমের ছোঁয়া ছিল না। এবার থিম-কে সামনে রেখেই প্রত্যন্ত গ্রামে দেওয়া হল পরিবেশ রক্ষার বার্তা।

মিগ-২১ বাইসন অবসরে যাওয়ার পর ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার জেটের স্কোয়াড্রনে যে বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা পূরণের জন্য একদিকে যেমন ফ্রান্সের তৈরি উন্নত ৪.৫ প্রজন্মের রাফাল কিনতে এমআরএফএ চুক্তি নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস মার্ক-২

জালে পড়লেন জালিয়াত ধর্মগুরু স্বামী চৈতন্যানন্দ

নয়াদিল্লি: ছাত্রীদের কুরুচিকর মেসেজ, শ্লীলতাহানি, আর্থিক প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে দিল্লির স্বঘোষিত ধর্মগুরু স্বামী চৈতন্যানন্দ সরস্বতী। রবিবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ আগ্রার এক হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকার শ্রী শারদা ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট নামে আশ্রমের স্বঘোষিত ধর্মগুরু স্বামী চৈতন্যানন্দ সরস্বতী ওরফে স্বামী পার্থসারথি। অবশেষে রবিবার ভোর সাড়ে ৩টেয় ওই স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে গ্রেফতার করা হয়। দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় একটি ম্যানেজমেন্ট কলেজের ডিরেক্টর ছিলেন চৈতন্যানন্দ ওরফে পার্থসারথি। এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর নির্দেশে ছাত্রীদের হস্টেলে স্নানঘরের সামনে ক্যামেরা বসিয়ে দাবি করা হত, নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যামেরা বসেছে। কিন্তু ছাত্রীদের অভিযোগ, ক্যামেরার মাধ্যমে ছাত্রীদের স্নানের দৃশ্য দেখতেন বাবাজি। এছাড়া হস্টেলের ঘরে ছাত্রীরা কী কী করছেন, সব কিছুর উপর নজরদারি চালাতেন

প্রতারণা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ

২০০৯ সালে চৈতন্যানন্দের বিরুদ্ধে প্রথম ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০১৬-তে তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন এক মহিলা। এরপর ১৭ মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে পর পর অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ওই শ্রী শৃঙ্গেরি মঠও জালিয়াত বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। আশ্রমের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, স্বামী চৈতন্যানন্দ সরস্বতী ওরফে স্বামী পার্থসারথির নাম এমন কিছু কাজের সঙ্গে জড়িয়েছে যা বেআইনি, অনুচিত। সেই কারণেই পীঠের তরফে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মামলা দায়েরের পরই আগাম জামিনের আবেদন করেন চৈতন্যানন্দ সরস্বতী। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। ভুয়ো বাবা। নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি করা হত বলে অভিযোগ। ছাত্রীদের অভিযোগ, একটু বেশি রাত হলেই 'বাবা'র ঘরে ডাক পড়ত। তারপর তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হত। বিদেশ এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের টোপ দেওয়া হত। কেউ রাজি না হলে তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হত। এমনকী প্রস্তাব না মানলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তে নেমে চৈতন্যানন্দের বেশ কয়েকটি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে দিল্লি পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পরেও ওই অ্যাকাউন্ট থেকে 'বাবা' ৫৫ লক্ষ টাকা তুলেছেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

বিজয়ের সভায় পদপিষ্ট কাণ্ডে অমানবিকতার অভিযোগ উঠল

বাড়ল মৃতের সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা স্ট্যালিনের

চেন্নাই: তামিলনাড়ুর কারুরে অভিনেতা বিজয়ের রাজনৈতিক মিছিলে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। রবিবার ভোরে ৩৯ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মৃতদের মধ্যে শিশু ও মহিলারাও রয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৫১ জন ভর্তি আইসিইউতে।

শনিবার ৪০০ কিলোমিটার দূরে কারুরে অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ বিজয়ের সভা ছিল। জনপ্রিয় অভিনেতার সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। ৬ ঘণ্টা ধরে বিজয়ের অপেক্ষা করে অবশেষে সমাবেশ শুরু হয়। কিন্তু বক্তৃতা চলাকালীন ভিড়ের মাঝেই ঘটে যায় বিপত্তি। শনিবার মধ্যরাতেই আহতদের সঙ্গে দেখা করতে কারুরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে যান তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন। আহতদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের পরিবার পিছু দেওয়া হবে এক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই এই মর্মান্তিক ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রবিবার ভোরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তদন্তে সত্য উঠে আসবে। আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। সত্য প্রকাশ্যে আসার পরেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

তামিলনাড়ু পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি জি ভেঙ্কটরমন এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সভার আয়োজকরা ১০ হাজার লোকের জমায়েতের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার তিনগুণ লোক সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

এদিকে বিজয়ের জনসভাকে ঘিরে পদপিষ্ট কাণ্ডে এবার নতুন মোড়। অভিযোগ উঠেছে, দুর্ঘটনার সময় সাধারণ মানুষের প্রতি চরম অমানবিক আচরণ করেছিলেন অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়। সকাল থেকে অপেক্ষায় থাকা জনতা সন্ধ্যা ৭টায় তাঁর আগমনের পর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, অজ্ঞান হয়ে পড়েন অনেকে। কেউ কেউ বিজয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাসে চপ্পল ছুঁড়তে থাকেন। জনতা সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও বিজয় তা উপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পরই রাতারাতি মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজয়। তাঁর রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (টিভিকে) রবিবার আদালতে জরুরি আর্জি দাখিল করে। তারা দাবি করেছে, পদপিষ্টের ঘটনায় চক্রান্ত রয়েছে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। আইনি সংবাদমাধ্যম লাইভ ল জানিয়েছে, হাইকোর্ট আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং খুব সম্ভবত সোমবারই শুনানি হবে। এরই মধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণা জগদীশনকে তদন্ত কমিশনের প্রধান হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন জানিয়েছেন, বিচারপতি ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য, এর আগেই বিজয়ের দলের সমাবেশ নিয়ে হাইকোর্ট সতর্ক করেছিল। গত অগাস্টে জনসভা আয়োজনের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল টিভিকে। তখনই আদালত পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কার কথা বলে সতর্ক করেছিল দলকে। বিজয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে বলা হয়েছিল যাতে প্রসূতি ও বিশেষভাবে সক্ষমরা সমাবেশে না আসেন। শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগভাবে সভা আয়োজনের নির্দেশও দিয়েছিল আদালত। তবুও সেই সতর্কবার্তার পর এমন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের কেন্দ্রে বিজয় এবং তাঁর দল।

সীমান্তপারের সন্ত্রাস নিয়ে তোপ

রাষ্ট্রসংঘের সভায় নাম না করে পাকিস্তানকে নিশানা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি: সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নাম না করে পাকিস্তানকে নিশানা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, কয়েক দশক ধরে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে ওরা। নিজের ভাষণে ভারতের বিদেশমন্ত্রী পাকিস্তানের নাম না করে বলেন, 'এক প্রতিবেশী'। জয়শঙ্করের কথায়, এক প্রতিবেশী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের কেন্দ্র। বিগত কয়েক দশক ধরে ভয়ঙ্কর সব জঙ্গি হামলার উৎস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এই একটি দেশেই। সেই দেশের নাগরিকের নাম রাষ্ট্রসংঘের জঙ্গি তালিকায় ভর্তি। জয়শঙ্কর তাঁর বক্তৃতায় ২২ এপ্রিল মাসে জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, সেটি 'সীমান্তপারের বর্বরতা'। ভারতের বিদেশমন্ত্রীর কথায়, ভারত তার নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং দোষীদের বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্যে এনেছে। এদিকে জয়শঙ্করের বক্তৃতার পরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় জবাব দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করে পাকিস্তান দাবি করে, ভারত বারবার মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। এই ভাবে তাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাকিস্তানের। এর পাল্টা পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে ভারত। নয়াদিল্লির তরফ থেকে জানানো হয়, জয়শঙ্কর এক প্রতিবেশী দেশের কথা বলেছেন, কারও নাম করেননি। তা সত্ত্বেও অভিযোগ গায়ে মেখে পাকিস্তানের জবাব দেওয়ার তাগিদই সন্ত্রাসবাদে তাদের ভূমিকা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

দুর্গা-আরাধনায় মহিষাসুরের বংশধররা

(প্রথম পাতার পর) চা-শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ২০ শতাংশ বোনাসে মুখে ফুটেছে খুশির হাসি। চা-বাগানের শ্রমিক অসুর সম্প্রদায়ের আট থেকে আশি, সকলেই উৎসবের আবহে মেতে উঠেছেন। অসুর সম্প্রদায়ের তরফে জোসনা অসুর বলেন, আমরা প্রত্যেকেই চা-বাগানের শ্রমিক। মুখ্যমন্ত্রীর এই সহায়তা আমাদের জীবনে সত্যিই স্বস্তি এনেছে। এবার আগের চেয়েও আনন্দ বেশি। নতুন জামাকাপড় ও উপহার নিয়ে পুজোতে শামিল হচ্ছে প্রত্যেকে। অসুর সম্প্রদায়ের এই খুশির দিনে জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সাধারণ শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের পাশে থাকেন। অসুর সম্প্রদায়ের মানুষজনও যে এবারে পুজোয় আনন্দে ভরপুর, সেটা রাজ্য সরকারের শ্রমিকবান্ধব নীতির সাফল্যেরই প্রতিফলন। সরকারের এই উদ্যোগে একদিকে যেমন উৎসবের আনন্দ বহুগুণ বেড়েছে, অন্যদিকে অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক অংশগ্রহণও নতুন মাত্রা পেয়েছে।

রানি রাসমণিকে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর) ভূমিকা পালন করেছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, আমার গর্ব, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ও সংলগ্ন এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে আমরা আড়াইশো থেকে ৩০০ কোটি টাকার মতো খরচ করেছি। পুরো এলাকাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্কাইওয়াক করা হয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি 'রানি রাসমণি স্কাইওয়াক'। শুধু স্কাইওয়াকই নয়, এখানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া মেট্রোও আমার শুরু করা। মন্দিরের আদলে দক্ষিণেশ্বর রেল স্টেশনও আমার করা। প্রসঙ্গত, রানি রাসমণি সেই সময়ে সমাজসংস্কারক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে সুবর্ণরেখা নদী থেকে পুরী পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করেছিলেন তিনি। গঙ্গাস্নানের জন্য আহিরিটোলাঘাট, বাবুঘাট, নিমতলাঘাটও নির্মাণ করেছিলেন লোকমাতা।

জনারণ্য কলকাতা

(প্রথম পাতার পর) এড়িয়ে প্যান্ডেল হপিংয়ে লম্বা লাইন। বিরামহীন অপেক্ষাতেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। কারণ, হাতে-গোনা কয়েকটা দিনের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে যেন কোনও ভাটা না পড়ে। রাত জেগে নিয়ম ভেঙে অবাধ্য হওয়ার এই তো সময়!

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে বাংলার দুর্গোৎসব এখন আর মাত্র পাঁচদিনে সীমাবদ্ধ নেই। মহালয়ার পর থেকেই পুজো-মুডে মেতে ওঠে আমবাঙালি। আর তৃতীয়া-চতুর্থী থেকেই কার্যত জনসমুদ্র নামে শহরে। রাজপথ-ফুটপাথে যেন তিলধারণের জায়গাও নেই। উত্তরের টালা প্রত্যয় থেকে হাতিবাগান, আহিরিটোলা হয়ে দক্ষিণে সুরুচি, চেতলা, ত্রিধারা; মুঠোফোনে লিস্ট মিলিয়ে চলে একের পর এক ঠাকুর দেখা। সঙ্গে টুকটাক পেটপুজো আর সেলফি তোলার হিড়িক। জনস্রোত নিয়ন্ত্রণে শহরের রাস্তায় ২৪ ঘণ্টার জন্য মোতায়েন রয়েছে কয়েক হাজার পুলিশ। রয়েছে পর্যাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ারও। যেকোনওরকম বিশৃঙ্খলা রুখতে থাকছে কড়া নজরদারি। উৎসবের মাঝেও রাস্তাঘাটে যান চলাচল সচল রাখার চেষ্টা চলছে সমানভাবে।

রবিবার খুব ভারী বৃষ্টি না হলেও ইতিউতি দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল হাওয়া অফিসের তরফে। কিন্তু ষষ্ঠীর সকাল থেকেই কলকাতার আকাশে ঝলমলে রোদ। বিকেলের দিকে আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে খানিক আশঙ্কা বাড়ালেও ধীরে ধীরে সেই মেঘ কেটে যায়। আর সঙ্গে ছাতা কিংবা বর্ষাতি নিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন উৎসবপ্রেমী আট থেকে আশি। কোথাও স্কুল-কলেজের বন্ধুবান্ধবদের ভিড়, কোথাও সদ্য প্রেমে পড়া যুগলের প্রথম পুজোর স্বাদ আস্বাদন, কোথাও আবার জীবনের বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসা বৃদ্ধ দম্পতির নিজেদের ক্যামেরাবন্দি করে রাখার চেষ্টা। সময়ের সঙ্গে ভিড় বাড়ছে শহরের রাস্তায়। সন্ধ্যা হতেই যেন ভিন্ন রূপে তিলোত্তমা। আলোর রোশনাইয়ে কলকাতার এমন ভুবনমোহিনী লাস্যময়ী রূপ থেকে যেন চোখ ফেরানো মুশকিল। আলোকিত এই নগরের কোনায় কোনায় এখন শুধুই মহোৎসবের আবহ।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চাপ বাড়ল ইউনুসের। বিদেশ থেকে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যাবে, তা নিয়ে এই প্রথম ঢাকাকে সীমা বেঁধে দিল আইএমএফ। এর আগে কখনও বাংলাদেশের উপর এমন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি কোনও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে

উইকএন্ডে জমজমাট মেজাজে
প্রবাসের দুর্গোৎসব পালন

শিল্পী সিংহরায় ● ফিলাডেলফিয়া

উইকএন্ডে জমজমাট পুজো। প্রতিবারের মতো এবারও। আমাদের 'ঘরোয়া' বাঙালি ক্লাবের কমিউনিটির সব সদস্য তাড়াতাড়ি অফিসের কাজ গুটিয়ে ছুটে গেলাম শোভাযাত্রায়— মা যে ঘরে উঠলেন! ঘরোয়া এক অনবদ্য আয়োজনের সাক্ষী হল সবাই। প্রতি বছরের মতো এবছরও পুজোয় ছিল স্নিগ্ধতা আর আন্তরিকতা। ভোর ভোর উঠে ঠাকুরের ভোগ রান্না, সাজগোজ করে নতুন শাড়ি পরে পৌঁছে গেলাম মণ্ডপে। তারপর যা হয়— বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, আনন্দে কাটল সময়। শনিবার ছিল অন্তরা মিত্রার কনসার্ট, জমজমাট পরিবেশে ভরে উঠল মণ্ডপ। মা দুর্গার আরাধনা, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে আড্ডা— সব মিলিয়ে একেবারে উৎসবে ভরপুর অষ্টমীর রাত। আজ নবমী আর দশমীতে থাকছে অনুপম রায় আর তার ব্যান্ডের সুরেলা পরিবেশনা।

ভারতের তিন বাহিনীর জন্য তৈরি হচ্ছে তিনটি যৌথ সামরিক স্টেশন

নয়াদিল্লি: ভারতের সামরিক বাহিনীতে বৃহত্তর সংহতি এবং সমন্বয় আনতে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তিনটি যৌথ সামরিক স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা দেশের ইতিহাসে প্রথম। এছাড়াও, স্থল-নৌ-বিমান তিন বাহিনীর শিক্ষা শাখাকে একটি একক ত্রি-সেবা শিক্ষা কোরে একত্রিত করার বিষয়েও সম্মতি হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে এবং সম্পদকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই তিনটি নতুন যৌথ সামরিক স্টেশনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি, তবে সূত্র অনুযায়ী কিছু সম্ভাব্য স্থান নিয়ে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ, গোয়ালিয়র, পুনে এবং সেকান্দ্রাবাদ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত স্থানগুলি বর্তমানে পৃথক পৃথক বাহিনীর অধীনে কাজ করে। একটি যৌথ সামরিক স্টেশন কার্যকর হওয়ার অর্থ হল, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন - লজিস্টিকস, পরিকাঠামো, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরবরাহ একত্রিত করা হবে। এর ফলে সম্পদগুলি আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং একটি সাধারণ প্রধান পরিষেবার অধীনে আনা সম্ভব হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি থিয়েটারাইজেশন সংস্কারের চলমান আলোচনার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। থিয়েটারাইজেশন হল, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের জন্য একটি একক, সমন্বিত কমান্ড কাঠামোর অধীনে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীকে একত্রিত করে তাদের সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা। যদিও সব বাহিনী সংহতি ও সমন্বয়ের পক্ষে, থিয়েটারাইজেশন নিয়ে এখনও পুরোপুরি ঐকমত্য হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয় বিমানবাহিনী এই পরিকল্পনা নিয়ে কিছু সংরক্ষণ প্রকাশ করেছে। তাদের প্রধান আপত্তি হল, এটি তাদের সীমিত যুদ্ধ সম্পদকে আরও বিভক্ত করে দেবে। অন্যদিকে, সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী এবং নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে থিয়েটারাইজেশন অনিবার্য। এই সংস্কার দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বহু-ক্ষেত্রের হুমকি মোকাবিলা করার জন্য একটি সমন্বিত, প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং অপারেশনালভাবে দ্রুত বাহিনী গঠনের লক্ষ্য রাখবে।

আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ৩

নর্থ ক্যারোলিনা: ফের বন্দুকবাজের হামলা ট্রাম্পের দেশে। এই হামলার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে নর্থ ক্যারোলিনায়। দুষ্কৃতীরা বোট থেকে রেস্তোরাঁ লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুসারে, 'আমেরিকান ফিশ কোম্পানি'তে স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টায় আচমকাই গুলি চলতে থাকে। গুলি চালানোর আওয়াজ আসতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আততায়ীদের গুলিতে অন্তত সাতজনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তিনজনের।

আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের শারীরিক অবস্থায় নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এই ঘটনার পরই

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখলেই পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

আমেরিকায় এর আগে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বন্দুকবাজ হামলাকারীদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে আততায়ী গুলি চালাচ্ছেন। গত জুলাইয়ে এক চার্চে গুলি চালানোর ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২ জনের।

তার কয়েকদিন আগে আগে মিনিয়াপোলিস শহরেরই অন্য একটি স্কুলের বাইরে গুলিতে একজন নিহত ও ছয় জন আহত হন। আরও দু'টি আলাদা ঘটনায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল দু'জনের। পরপর এই ধরনের হামলায় আমেরিকা জুড়ে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বন্দুকবাজদের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকায় আমেরিকায় যত্রতত্র বন্দুক রাখার নিয়মে রাশ টানার দাবি তুলছেন মানবাধিকার কর্মীরা। যদিও বন্দুকনীতি পর্যালোচনায় অনমনীয় ভূমিকা ট্রাম্প প্রশাসনের।

■ উত্তর মুম্বইয়ে সার্বজনীন দুর্গাপুজোর দেবীপ্রতিমার উন্মোচনে উপস্থিত অভিনেত্রী কাজল এবং রানি মুখার্জি।

গণহারে গ্রেফতারি নিয়ে এবার প্রশ্ন বাংলাদেশেই

প্রতিহিংসার জেরে হেনস্থার অভিযোগ

ঢাকা: প্রতিহিংসার জেরে বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে আওয়ামি লিগ কর্মীদের বেছে বেছে নানা অজুহাতে জেলে পোরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর গত ১৩ মাসে বাংলাদেশে গ্রেফতার হয়েছেন প্রায় ৪৪ হাজার ৪৭২ জন। ধৃতদের প্রায় প্রত্যেকেই আওয়ামি লিগের নেতা বা কর্মী। ধৃতদের মধ্যে জামিন পেয়েছেন ৩২ হাজার ৩৭১ জন। বাংলাদেশের পুলিশ সদর দফতরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৭৩ শতাংশই এখন জামিনে মুক্ত। এখনও জামিন পাননি বাকি ২৭ শতাংশ। এবার এই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করেছে খোদ পুলিশ মহল। রাজনৈতিক কারণে বেলাগাম গ্রেফতারিতে দেশের আইনি ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' সম্প্রতি 'ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও জামিনসংক্রান্ত তথ্য' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট থেকে চলতি বছরের ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গ্রেফতারির সংখ্যায় সবচেয়ে এগিয়ে রাজধানী ঢাকা। তার পরে যথাক্রমে রয়েছে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহি। গত বছরের ৫ অগাস্ট গণবিক্ষোভের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে আওয়ামি লিগ নেত্রী হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। তারপর থেকে সেদেশে বিভিন্ন মামলায় আওয়ামি লিগের একাধিক নেতা-মন্ত্রী গ্রেফতার হন। গণহারে গ্রেফতারির এই ঘটনাকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলেই দাবি করে আওয়ামি লিগ। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ হওয়ার পর ঢাকার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'ঝটিকা মিছিল' বার করেছিলেন হাসিনার দলের কর্মী-সমর্থকেরা। সেই সমস্ত মিছিল থেকেও অনেক জনকে কার্যত বিনা কারণেই গ্রেফতার করা হয়।

'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মনে করছে, গ্রেফতারির পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ জমা দেওয়ার বিষয়ে পুলিশের দুর্বলতা রয়েছে। উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ জমা দিতে না-পারলে আদালত যে অভিযুক্তকে ছেড়ে দেবে, সে বিষয়ে অবহিত বাংলাদেশের পুলিশও। তবে গ্রেফতারির নামে কাউকে হয়রানির অভিযোগ উঠুক, এমনটাও চায় না তারা। সেজন্য অভিযোগের মুখে নড়েচড়ে বসেছে পুলিশের সদর দফতর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি টালিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়িতে আয়োজিত হয় পদ্যঘরের পদ্যবোধন অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান, শ্রুতি নাটক

খোলা হাওয়া

উমা এল

» অনুষ্ঠিত হল তান-এর নৃত্যনাট্য 'উমা এল'। শুধু মাতৃবন্দনা নয়, এ যেন বাংলার প্রতিটি মেয়ের চিরাচরিত ঘরে ফেরার গপ্পো। বাংলার শিউলি-ফোটা শরতের নীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে উমার ঘরে ফেরা ভোরের শিশির, কাশের দোলায়, বেজে ওঠে আগমনি সুর। আরাধ্যা দেবী হয়ে ওঠেন বাংলার ঘরের মেয়ে উমা। উমার আগমনকে কেন্দ্র করেই বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আগমনি গান। শারদীয়ার প্রাক্কালে ঘরের এই লোকসংস্কৃতির নির্যাসকে ভিত্তি করেই পরিবেশিত হল 'উমা এল'। ১৬ সেপ্টেম্বর, কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। এই নৃত্যনাট্য ভাবনা, নির্মাণ, বিন্যাস পরিচালনায় ছিলেন আদিনাথ দাস। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন রণিত মোদক, সাধনা হাজরা, মিথুন ব্যানার্জি, কাবেরী কর। নৃত্যনাট্যে ছিল তিরিশটি গান। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন ড. চন্দনকুমার রায় ও প্রমিতি রায়। মঞ্চনির্মাণ ও আলোয় সমীর কুন্ডু, স্বপন শীল এবং মিঠু মন্ডল বিশেষ মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। সব মিলিয়ে জমে উঠেছিল দুর্গার আবাহন নিয়ে দুই ঘণ্টার জমজমাট নৃত্যনাট্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন কৌশানী কুন্ডু।

জাগো দুর্গা

» সম্প্রতি মহাজাতি সদনে বাবুতাই ঘোষের ব্যবস্থাপনায়, বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হল 'জাগো দুর্গা'। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরতি মুখোপাধ্যায়। উনিশ বছর পরে মহালয়ার পুণ্যদিনে গান গাইলেন তিনি। অন্যান্য বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কবীর সুমন, সৈকত মিত্র, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি হ্যান্ডিক্যাপ্ট ওয়েলফেয়ারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়।

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পুজোর ছুটি পড়ার আগে হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন (প্রাইমারি) বিভাগের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ২২ সেপ্টেম্বর হাওড়া শরৎ সদনে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় অন্য বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্য, যোগব্যায়াম প্রদর্শনের পাশাপাশি পাপেট শো, ম্যাজিক শো প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সহসভাপতি দেবাংশু দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা আইনজীবী ব্রতেন দাস, প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান গৌতম দত্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

রূপং দেহি, জয়ং দেহি

» শারদোৎসবের সূচনা লগ্নে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ব্যবস্থাপনায় নিবেদিত হল দীক্ষামঞ্জরীর পরিবেশনায় 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'। নৃত্য পরিচালনায় বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন ও পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণায়ন ইউকের প্রাণপুরুষ ডাঃ আনন্দ গুপ্ত।

পুজোয় বস্ত্র বিতরণ

» দুর্গোৎসব উপলক্ষে পোলেরহাট নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বালিগঞ্জ ২১ পল্লির সহযোগিতায় বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ৭৫ জনকে দেওয়া হয় নতুন পোশাক। নারী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ফিরোজ হোসেন বলেন, উৎসবের আনন্দ সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। অবহেলিত মানুষদের পাশে থেকে আমরা কাজ করতে চাই। বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী সিরাজকিশোর ব্যানার্জি, আলোক রায়, তাপস ঘোষ, কাজি আব্দুল মোমেন ও ভাঙ্গর ডিভিশন কলকাতা পুলিশ অফিসার বিশ্বজিৎ সাহা প্রমুখ।

সম্প্রীতির ছবি

» হিমিকা কাজির আঁকা দেবীর মুখের ছবি আসলে বাংলার সম্প্রীতির ছবি। পত্রিকা প্রকাশ করে মন্তব্য জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের। মুর্শিদাবাদ সম্প্রীতির, সম্প্রীতির বাংলা। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত ২৬বছর ধরে রাজীব ঘোষ সুবীর ঘোষ সম্পাদিত জন্মদিন সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ করে এমনটাই মন্তব্য করলেন মানবতাবাদী জঙ্গিপুরের লোকপ্রিয় সাংসদ তথা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান। শনিবার কবিতার ডালি সাজানো এই সংখ্যার দেবী মূর্তির মুখ রঙ তুলিতে গড়েছে বহরমপুরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল মেরি ইম্যাকুলেট এ পাঠরতা সংখ্যালঘু পরিবারের হিমিকা কাজি। সমাজ কল্যাণে ব্রতী সাংসদ খলিলুর এই শিশু চিত্রশিল্পীর প্রচ্ছদ ভাবনায় অভিভূত। তিনি বলেন হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি কৃষ্টির সমন্বয় বাংলার ঐতিহ্য। শিশুমনে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই, সম্প্রীতিই আমাদের বহমানতা। তার নজির এই ছবি। এই ছবিটাই সম্প্রীতির বাংলা। জন্মদিন সম্পাদক সুবীর ঘোষ বলেন, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত এই জন্মদিন সাহিত্য পত্রিকা বরাবরই সম্প্রীতিতে জারিত। শারদ সংখ্যার পূর্ববর্তী সংখ্যার বিষয় ছিল সম্প্রীতি। প্রকাশ করেছিলেন কবি জয় গোস্বামী।

ধানসিড়ি নাট্যোৎসব

» ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর দমদম থিয়ে অ্যাপেক্স-এ অনুষ্ঠিত হল ধানসিড়ি নাট্যোৎসব ২০২৫। কলকাতার একটি নাট্যদল এবং জেলার ৩টি নাট্যদল এতে অংশগ্রহণ করে। নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যকার কুন্তল মুখোপাধ্যায়। প্রথম নাটক ছিল জলপাইগুড়ি দর্পণ প্রযোজিত 'পরীর বাড়ি'। নির্দেশনায় ছিলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী। সমাজ সামাজিকতার উর্ধ্বে গিয়ে মনুষ্যত্বই যে সবচেয়ে বড় সত্য, সেই বাতই তুলে ধরে এই নাটক। ৬ জন মহিলার অনবদ্য মেলবন্ধন ভাসিয়ে নিয়ে যায় সময়কে। প্রথম দিনের দ্বিতীয় নাটক ছিল বারোবিশা অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমি প্রযোজিত 'জিন তেরে বিন'। নাট্যকার সুদীপ্ত ভুঁইয়া। নির্দেশনায় ছিলেন বরুণ দেব। আজকের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে, আলি নামে এক গরিব ছেলে যদি পেয়ে যায় রূপকথার আশ্চর্য চিরাগ, আর তার সঙ্গী যদি হয় জিন, তাহলে কী হতে পারে— সেই গল্পই বলে 'জিন তেরে বিন'। একদল অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে মাতিয়ে দিয়ে গেল এক ঘণ্টায়। তাদের একাগ্রতা, উত্তেজনা এবং থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা যেন দর্শকদের নাড়া দিয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় দেবাশিস দত্ত নির্দেশিত ও মালদা শিল্পী সংসদ নিবেদিত 'বিধাতা পুরুষ' নাটকটি। মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত এই নাটকের বিষয় মানুষের চেতনায় করাঘাত করে। সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের অবস্থান নিয়ে ভাবায় বারংবার। নাটকটির সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন মলয় সাহা।

নাট্যোৎসব শেষ হয় বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত ও ঢাকুরিয়া জিতেন্দ্র স্মৃতিচক্র নিবেদিত 'নিরস্ত্র' নাটক দিয়ে। নাটকটি নিয়ে কথা বলতে গেলে ভাষা খুঁজতে হয়। ভেতরে নাড়া দিয়ে যায়। একটি সামান্য বিজ্ঞাপন কীভাবে শিশুমনকে গ্রাস করে, এক মুহূর্তে তাদের মনে কতটা কুয়াশা জমাট বাঁধায়, তা আমাদের ধারণার বাইরে। এই ধরনের ঘটনার পরিণতি চরম পর্যায় গিয়ে থামে। নাটকের উল্লিখিত চরিত্র বুবুনকে গ্রাস করে এমনই একটি বিজ্ঞাপন।

মাঠে ময়দানে

29 September, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাউন্টি ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই ৮ উইকেট রাহুল চাহারের। ভাঙলেন ১১৬ বছরের রেকর্ড

নিরপেক্ষ ভেনুর দাবি নিয়েই ক্যাসে বাগান

প্রতিবেদন : নিরাপত্তার কারণে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে ইরানে যায়নি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস আদায় করতে সর্বত্র অসহযোগিতা পেয়েছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। ইরানে অস্ট্রেলীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি রয়েছেই। বাগানের ভারতীয় ব্রিগেডও সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগে ছিল। কিন্তু এএফসি-কে এবং তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসে একাধিক চিঠি পাঠিয়েও কোনও রকম সমর্থন বা আশ্বাস পায়নি মোহনবাগান। বাধ্য হয়েই একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) দ্বারস্থ হয়েছে মোহনবাগান। অতীতের কিছু উদাহরণ তুলে ধরে ক্যাসে পাঠানো চিঠিতে মোহনবাগান প্রশ্ন তুলেছে, আগে নিরাপত্তার কারণে যদি তেহরান থেকে ম্যাচ সরে নিরপেক্ষ ভেনুতে হয়, তাহলে এখন হতে অসুবিধা কোথায়?

মোহনবাগান ক্যাসে পাঠানো চিঠিতে লিখেছে, (১) সহযোগিতা ও আশ্বাস চেয়ে তেহরানে ভারতীয় দূতাবাসে একাধিক চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। (২) এএফসি-র সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং এআইএফএফ-এর কাছেও চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়। কোনও আশ্বাস মেলেনি। (৩) ভারত, ইংল্যান্ড, স্পেন এবং অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের নাগরিকদের ইরানে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও এএফসি ঝুঁকির ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি এবং পর্যালোচনা রিপোর্ট দিতে অস্বীকার করেছে। (৪) ইরানে ভ্রমণ বা চিকিৎসাবিমা কভারেজ পাওয়া যায় না। কোনও ঘটনা ঘটলে দায় কে নেবে? (৫) ইরানে জীবনবীমা পলিসির বৈধতা থাকে না। এই পরিস্থিতিতে কে দায়িত্ব নেবে? (৬) সমস্ত খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ এবং কর্মীদের নিয়ে বৈঠকের পর ইরানে না যাওয়ার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকের নিজস্ব নিরাপত্তা এবং পরিবারের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। (৭) খেলোয়াড়দের অনুভূতি এবং সিদ্ধান্তকে ম্যানেজমেন্ট সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে।

নিরপেক্ষ ভেনুতে সেপাহান ম্যাচ খেলার দাবির স্বপক্ষে কয়েকটি অতীত উদাহরণ ক্যাসে তুলে ধরেছে মোহনবাগান। ২০২০ সালে এসিএলে ইরানের ক্লাব শাহর খোদরো এবং এস্তেঘলাল এফসি তাদের দু'টি হোম ম্যাচ নিরাপত্তার কারণে নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলতে বাধ্য হয়েছিল। এদিন ফুটবলার সাহাল আব্দুল সামাদ সমাজমাধ্যমে এএফসি-র পুরনো পোস্ট দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, মোহনবাগান ভারতের ক্লাব বলেই কি নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার আবেদন মানা হয়নি?

অস্কার-মন্ত্র

প্রতিবেদন: মধ্যপ্রদেশে জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের মূলপর্বে খেলতে যাচ্ছে বাংলা। অক্টোবরে খেলা। তার আগে বাংলার মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। রিম্পা হালদারদের অস্কার বললেন, তোমরা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার মূলপর্বে খেলতে যাচ্ছ। খুব ভাল খেলছে বাংলা দল। কিন্তু ভাল দল সবসময় চ্যাম্পিয়ন হয় না। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হবে না। নিজেদের ফোকাস ধরে রাখো। ম্যাচ ধরে এগোও। আশা করি, তোমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরবে।

বাংলার প্রস্তুতি

প্রতিবেদন: মহাষষ্ঠীর দিনেও বাংলার সিনিয়র রঞ্জি দল এবং ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৯ টিমের প্রস্তুতি চলল জোরকদমে। সল্টলেকের জেইউ ক্যাম্পাসের মাঠে দীর্ঘ নেট সেশনে ব্যাটার ও বোলাররা ঘাম ঝরান। সিনিয়র বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং অনূর্ধ্ব ১৯ দলের কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী ক্রিকেটারদের ট্রেনিংয়ের দিকে কড়া নজর রাখেন। নেট সেশনের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ফিটনেসের উপরও জোর দেওয়া হয়।

জাতীয় শিবিরে আনোয়ার-মহেশ

প্রতিবেদন : রবিবারই জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার আনোয়ার আলি এবং নাওরেম মহেশ সিং। সূত্রের খবর, আগামী দু'-একদিনের মধ্যেই জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন বাকি ক্লাবের ফুটবলাররাও। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ থাকায় মোহনবাগানের কোনও ফুটবলারকে জাতীয় শিবিরে ডাকেননি কোচ খালিদ জামিল। তবে মোহনবাগান যেহেতু ইরান যাচ্ছে না, তাই খুব দ্রুতই বাগানের কয়েকজন ফুটবলারকে শিবিরে ডেকে নিতে পারেন খালিদ। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচ খেলে জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন এফসি গোয়ার ফুটবলাররাও।

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির চালাচ্ছেন খালিদ। আগামী ৯ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে প্রথমে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। এরপর ঘরের মাঠে আগামী ১৪ অক্টোবর ফিরতি ম্যাচ খেলবে ভারত। এই ম্যাচ হবে গোয়াতে। এর আগে ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব এফসি ফুটবলার না ছাড়ায় কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিলেন খালিদ। তবে তাঁকে স্বস্তি দিয়ে এই তিনটি ক্লাবই ফুটবলার ছাড়া শুরু করে দিল।

জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়েই চমক দিয়েছেন খালিদ। কাফা নেশনস কাপে তাঁর কোচিংয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে ভারত। তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচে টাইব্রেকারে ভারত হারিয়েছিল ফিফা র ্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকা ওমানকে। তবে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এই দুটি ম্যাচ কোচ খালিদের অগ্নিপরীক্ষা। কারণ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার আশা জিইয়ে রাখার জন্য ভারতকে জিততে হবে।

শিল্ডে নামধারী

প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ডে চারটি দল নিশ্চিত। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গোকুলাম কেরল আগেই শিল্ড খেলার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছে আইএফএ-কে। এবার আই লিগের দল নামধারীও জানিয়ে দিয়েছে তারা ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বাকি দু'টি দল চূড়ান্ত হওয়ার পথে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, কলকাতা লিগের রানার্স দল হিসেবে আমরা ইউনাইটেড স্পোর্টসকে শিল্ডে খেলাতে চাইছি। আশা করি, ওদের সম্মতি পাব। পাঞ্জাব এফসি আগ্রহ দেখিয়েও পিছিয়ে আসায় ষষ্ঠ দল খুঁজতে হচ্ছে আইএফএ-কে।

নজরে বৈঠক

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেছে। ফিফার নির্বাসন এড়াতে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে গঠনতন্ত্র কার্যকর করতে হবে। সেই মতো আগামী ১২ অক্টোবর জরুরি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকল ফেডারেশন। গঠনতন্ত্রের সংশোধনী নিয়ে বিশেষ সাধারণ সভায় সদস্যদের ভোটাভুটি হতে পারে। এরপরই গঠনতন্ত্র কার্যকরের সিদ্ধান্ত।

গোল পেলেন না মেসি, হোঁচট খেল মায়ামিও

ফ্লোরিডা, ২৮ সেপ্টেম্বর : টানা তিন ম্যাচ গোল করার পর অবশেষে আটকে গেলেন লিওনেল মেসি। হোঁচট খেল দলও। রবিবার মেজর লিগ সকারে টরন্টো এফসির সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি।

অথচ শেষ তিন ম্যাচে পাঁচ গোল করে এদিন মাঠে নেমেছিলেন মেসি। নিজে গোল করতে না পারলেও মেসি অবশ্য বেশ ভাল খেলেছেন। বেশ কিছু সুযোগও তৈরি করে দিয়েছিলেন। যা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন সতীর্থরা। মেসির গোল না পাওয়ার বড় কারণ টরন্টো এফসির গোলকিপার শন জনসন। গোটা ম্যাচে বেশ কয়েকবার দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তিনি। একা মেসিরই চার-চারটে শট রুখেছেন জনসন। মূলত বিপক্ষ গোলকিপারের জন্যই গোটা ম্যাচে ৬০ শতাংশ বল পজেশন রেখেও ম্যাচ জিততে পারেনি মায়ামি।

এভাবেই বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের কাছে বারবার আটকে গেলেন মেসি।

প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে মায়ামিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদেও আলেন্দে। সতীর্থ জর্ডি আলবার ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তিনি। যদিও ৬০ মিনিটে দোরদে মিহাইলোভিচের গোলে ১-১ করে দেয় টরন্টো। ম্যাচের বাকি সময় একচেটিয়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেও, জয়সূচক গোলের দেখা পাননি মেসিরা।

এদিনের ড্রয়ের পর, মার্কিন লিগের ইস্টার্ন কনফারেন্স গ্রুপে ৩০ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রইল মায়ামি। জেতা ম্যাচ ড্র করে হতাশ মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো। তাঁর বক্তব্য, আমরা জেতার মতো খেলেছি। ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করেছি। অনেকগুলো সুযোগও তৈরি করেছি। কিন্তু ফুটবলে শেষ কথা গোল। তবে হাতে এখনও চারটে ম্যাচ রয়েছে। চেষ্টা করব এই চারটি ম্যাচ জিতে গ্রুপের আরও উপরে উঠে আসার।

প্যালেসের কাছে হার লিভারপুলের

লন্ডন, ২৮ সেপ্টেম্বর : লিভারপুলের স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে দিল ক্রিস্টাল প্যালেস। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে আকাশে উড়ছিলেন গতবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু ষষ্ঠ ম্যাচে লিভারপুল ১-২ গোলে হেরে গেল প্যালেসের কাছে। প্রসঙ্গত, এই প্যালেসের কাছে টাইব্রেকারে কমিউনিটি শিল্ড হেরেই মরশুম শুরু করেছিলেন মহম্মদ সালাহরা।

বিধ্বস্ত লিভারপুল ফুটবলাররা।

ঘরের মাঠে আয়োজিত ম্যাচের ৯ মিনিটে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল প্যালেস। গোলদাতা ইসমাইল সার। পিছিয়ে গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিল লিভারপুল। সুযোগ তৈরি হচ্ছিল একের পর এক। কিন্তু কিছুতেই গোলের দেখা মিলছিল না। অবশেষে ৮৭ মিনিটে ফেডেরিকো চিয়েসার গোলে ১-১ করে লিভারপুল। এরপর জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপান সালাহরা। কিন্তু সেটা হয়নি। উল্টে সংযুক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে এডি এনকেটিয়ার গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলে প্যালেস। লিভারপুল অফসাইডের দাবি জানালেও, রেফারি ভিএআর চেক করে গোলের নির্দেশ দেন।

হেরে গেলেও, ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষেই রইল লিভারপুল। সমান ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ক্রিস্টাল প্যালেস।

অর্শদীপ সিংয়ের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ পাক বোর্ডের

কুলদীপ-তিলকে রুদ্ধশ্বাস জয়, এল কাপও

পাকিস্তান ১৪৬ (১৯.১ ওভার)
ভারত ১৫০/৫ (১৯.৪ ওভার)

দুবাই, ২৮ সেপ্টেম্বর : ভরা মাঠে জেতার মজাই আলাদা। এটা আবার সূর্যকুমার যাদবের অঙ্কে ১৫-০। অতঃপর বলে দেওয়ার দরকার নেই পাকিস্তান আবার হেরেছে। রুদ্ধশ্বাস চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার পর হারের হ্যাটট্রিক। এই হার ৫ উইকেটে। আর সেটা তিলকের হাতে। চাপের মুখে এই ইনিংস তিনি না খেললে এশিয়া কাপ আসত না। রিঙ্কু অবশ্য প্রথম বলেই চার মেরে কাপ নিয়ে এলেন। তিলক নট আউট থেকে যান ৬৯ রানে।

১০ রানে দুই উইকেট চলে যাওয়ার পর অবধারিতভাবে আত্মতুষ্টির কথা উঠেছিল। সামনে ১৪৬ দেখেই কি আত্মতুষ্টি গ্রাস করেছিল? লাগাতার রান করে অভিষেক এখন শমাজিকা বেটো। ফাহিমের প্রথম ওভারে এত ক্যাজুয়াল! স্লো ডেলিভারি দেখেও শট সামলে নেননি। ফিরে গেলেন ৬ করে। তারপর সূর্য (১)। পা না বাড়িয়ে ইনসাইড আউট খেলে উইকেট দিয়ে গেলেন আফ্রিদিকে। অবস্থা আরও করুণ শুভমনের (১২) আউটে। দুটো বাউন্ডারি হয়ে গিয়েছিল। দরকার ছিল না রউফকে ক্যাচ প্র্যাকটিস দেওয়ার।

তবে এই চাপ কাটিয়ে ওঠা গেল তিলকের জন্য। বাঁহাতি মুম্বইকর এক মহীরুহর ছায়ায় বড় হয়েছেন। রোহিত শর্মা। রবিবাসরীয় রাতে তিলক আইডলের স্টাইলে দলকে টেনে নিয়ে গেলেন। বেশিরভাগ ভারতীয় ব্যাটার যখন স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলেন, তিলক অন সাইডে রোহিতের মতো শর্ট আর্ম পুল বেশি খেললেন। সঞ্জুর সঙ্গে জুটিতে ৫৭ রান উঠে গিয়েছিল। তখনই সঞ্জু (২৪) আবরারের স্লো বলে উইকেট দিয়ে যান। শিবম ৩৩ রান করলেন। ম্যাচ তখনই এসে যায় ভারতের হাতে।

ফাইনাল জিতিয়ে তিলকের হুঙ্কার। রবিবার দুবাইয়ে

পাকিস্তান ১৩তম ওভারে ১১৩/১ তুলে ফেলার পর মনে হচ্ছিল দুশো হতে পারে। কিন্তু ওদের মিডল বা লোয়ার অর্ডার নেই। কোয়ালিটি স্পিনের সামনে অসহায়। ওয়াকার বললেন, এই ব্যাটিংয়ের ব্যাখ্যা নেই। শাস্ত্রীর কথায়, এটা হারাকিরি। কেন বললেন? এইজন্য যে পাকিস্তান অতঃপর ৩৩ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে শেষমেশ ১৯.১ ওভারে ১৪৬। কুলদীপ প্রথম দুই ওভারে মার খেলেন। পরের দুই ওভারে ৪ উইকেট। পাকিস্তানের ৮ উইকেট গেল স্পিনারদের হাতে। বাকি দুটি বুমরার।

এরকম এশিয়া কাপ আগে হয়নি। এখন ভারত-পাক ম্যাচ মানেই পরতে পরতে নাটক। আগেরদিন সূর্য ফটোশুটে যাননি। এদিন ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললেন বেজার মুখে। যেহেতু ওপাশে সলমন আঘা। টসের সময় শাস্ত্রীর সঙ্গে মাঠে দেখা গেল ওয়াকারকে। শাস্ত্রী কথা বললেন সূর্যর সঙ্গে। আর পিসিবির অনুরোধে মাঠে নেমে পাক অধিনায়ক আঘার ইন্টারভিউ নিলেন তিনি। এমন দৃশ্য আগে কেউ দেখেনি।

সূর্য পাকিস্তানকে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে জন্য সেটা হয়নি। তারা পাওয়ার প্লে-তে ৪৫/০ করেছিল। তারপর সাহিবজাদা ফারহান (৫৭) আর ফখর জামান(৪৬) মিলে ছবিটা পাল্টে দেন। ৮৪ রানে ফারহান বরুণের বলে ফিরে যান। কিন্তু মাঝের ক'টা ওভার ঝড় উঠে গিয়েছিল। হার্দিক পেশিতে টান ধরায় ফাইনালে খেলেননি। তাঁর জায়গায় অর্শদীপকে না খেলিয়ে গম্ভীর আনলেন রিঙ্কুকে। এটাই কি তখন ব্যাকফায়ার করল? বুমরা প্রথম দুই ওভারে ১৮ রান দিয়ে উইকেট পাননি।

অর্শদীপকে ফাইনালে খেলানোর দাবি তুলেছিলেন অশ্বিন-সহ অনেকেই। কিন্তু গম্ভীর কানে তোলেননি। হার্দিক নেই, বুমরা ছন্দে নেই। পাঞ্জাবের বাঁ হাতিকে দরকার ছিল। শিবম প্রথম স্পেলে ভাল বল করেছেন। কিন্তু তিনিও পরে পিটুনি খেলেন। আসলে হার্দিক না খেলায় চার রেগুলার বোলারের সঙ্গে পঞ্চম বোলার ছিলেন শিবম। পিটুনির পর তিলককেনিয়ে আসতে হল।

তবু যে ভারত পরে ম্যাচে ফিরল সেটা স্পিনারদের জন্য। বরুণ ফারহানকে তুলে নিয়েছিলেন। সাইম আয়ুবের (১৪) দুঃসময় জারি থাকল কুলদীপ জাদুতে। এরপর অক্ষর যখন হ্যারিসকে (০) তুলে নিলেন, পাকিস্তান চাপে ফেরত এল ১১৪/৩ করে। এরপর বাকিটা স্পিনের সামনে আত্মসমর্পণ। কুলদীপ ৩০ রানে ৪ উইকেট নিলেন। তিলকের সঙ্গে তিনিও ফাইনালের নায়ক।

ফাইনালেও বিতর্ক

দুবাই, ২৮ সেপ্টেম্বর: মেগা ফাইনালের আগে চর্চার বিষয় ছিল একটাই। চ্যাম্পিয়ন হলে মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নেবেন তো সূর্যকুমারেরা? কারণ নকভি যেমন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান। তেমনই আবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান। ফলে প্রথা মেনে তাঁরই এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা ছিল ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগে নকভি নিজেও রবিবার পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে থাকার বিষয় নিশ্চিত করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, একটা রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল দেখার অপেক্ষার রয়েছি। জয়ী দলকে ট্রফি তুলে দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ফাইনাল শেষ হওয়ার ৪৫ মিনিট পরেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়নি! যা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন রবি শাস্ত্রী।

যদিও এশিয়া কাপ ফাইনালেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না! ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে অসম্মান করার অভিযোগ উঠল দুই পাক ক্রিকেটার হ্যারিস রউফ ও শাহিন আফ্রিদির বিরুদ্ধে। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন রীতিমতো খোশগল্পে মাতলেন রউফ ও আফ্রিদি। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

তবে বিতর্কের শুরুটা হয়েছিল টসের আগে। ভারতীয় সঞ্চালক রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন না পাক অধিনায়ক সলমন আঘা। ম্যাচের আগেই পাক শিবিরের তরফ থেকে অনুরোধ এসেছিল শাস্ত্রীর বদলে অন্য কোনও সঞ্চালককে পাঠানোর। কিন্তু এসিসি সেই কথা জানায় ভারতীয় বোর্ডকে। কিন্তু বিসিসিআই শাস্ত্রীকে নিয়ে অনড় থাকায়, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এসিসি শাস্ত্রী সঙ্গে পাঠায় ওয়াকার ইউনিসকে। আঘা কথা বলেন ওয়াকারের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই প্রথমবার কোনও ম্যাচে জোড়া সঞ্চালক দেখা গেল। সব মিলিয়ে নজিরবিহীন একগুচ্ছ বিতর্কের জন্যই এবারের এশিয়া কাপ সবার মনে থেকে যাবে।

এদিকে, সূর্যকুমার যাদবের পর এবার পিসিবির নিশানায় অর্শদীপ সিং। ভারতীয় পেসারের বিরুদ্ধে গত রবিবার সুপার ফোরের ম্যাচে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ তুলে আইসিসির কাছে অভিযোগ জানাল পাক বোর্ড।

মিঠুনই বোর্ডের মসনদে, ঘরোয়া ক্রিকেটে বোনাস

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মসনদ মানেই গ্ল্যামার, আলোর ছ'টা। বোর্ডের শীর্ষপদ আগে আলোকিত করেছেন বাংলার মহারাজ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর অতি-সম্প্রতি বিশ্বকাপজয়ী রজার বিনি। ক্রিকেটারদের পথে হেঁটে এবার তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন মিঠুন মানহাস। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত নাম। কিন্তু বৃহত্তর ময়দানে আনকোরা! আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না-খেলা দিল্লির ছেলে মিঠুনই 'রাজনীতির' সমীকরণে বোর্ডের হটসিটে। রবিবার মুম্বইয়ে প্রত্যাশামতোই বিসিসিআই-এর ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন মনহাস। বুঝে নিলেন নতুন দায়িত্ব।

নতুন চ্যালেঞ্জ মনহাসের।

বোর্ডের সভায় সিএবি থেকে প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল সৌরভের। নামও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মহাষষ্ঠীর দিন কলকাতা ছেড়ে মুম্বইয়ে তিনি যাননি। কেন বোর্ডের এজিএমে গেলেন না সৌরভ? শোনা যাচ্ছে, এবারের বার্ষিক সভায় বাংলার তেমন কিছু প্রাপ্তি-যোগ ছিল না। তাই কারও থাকাটা নাকি জরুরি নয়। সৌরভ না থাকলেও তাঁর মতোই জনপ্রিয় মুখ হরভজন সিং এদিন সভায় ছিলেন পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে। সভা থেকে বেরিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের জন্য বোর্ডের 'ইনসেনটিভ স্কিম' ফাঁস করেন।

হরভজন বললেন, একজন ক্রিকেটার মরশুমে যত বেশি ম্যাচ খেলবে, তত বেশি টাকা পাবে। ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেও ইনসেনটিভ পাওয়া যাবে। একজন খেলোয়াড় মরশুমে ১৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেললে অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা ম্যাচ ফি পাবে। আইপিএলে প্রবেশের শর্ত হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৬ ও ১৯ ক্রিকেটারদের জন্য নতুন নিয়ম আনছে বোর্ড। অন্তত একটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। বোর্ডের নিয়মের জাঁতাকলে বৈভব সূর্যবংশীর মতো ১৪ বছরের বিস্ময় প্রতিভা বিপাকে পড়ল।

নির্বাচনহীন বার্ষিক সভায় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃনির্বাচিত হলেন রাজীব শুক্লা। বোর্ড সচিব পদে বহাল থাকলেন দেবজিৎ সইকিয়া। যুগ্মসচিব হলেন প্রভতেজ ভাটিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদে কর্নাটকের রঘুরাম ভাট। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হলেন অরুণ ধুমল। অ্যাপেক্স কাউন্সিলে এলেন জয়দেব শাহ। পুরুষ ও মহিলাদের নির্বাচক কমিটিও গঠিত হল। জুনিয়র নির্বাচক কমিটিতে রয়েছেন বাংলার রণদেব বোস।

হরমন-হরলিনে জিতল মেয়েরা

বেঙ্গালুরু, ২৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারাল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ব্যাটে দাপট দেখালেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর এবং হরলিন দেওল। দু'জনেই অর্ধশতরান করেন। হরমনপ্রীতের ৬৯ ও হরলিনের ৭৪ রানে ভর করে নিউজিল্যান্ডের ৪২ ওভারে করা ২৩২ রান ৪০.২ ওভারেই তুলে দেয় ভারত। দুই ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল (১৫) এবং উমা ছেত্রী (৩৮) শুরুটা ভাল করেন। দু'জনে ফেরার পর হরমন ও হরলিনের জুটি ভারতের জয় নিশ্চিত করে। তার আগে কিউয়ি ইনিংসকে নির্ভরতা দেন অধিনায়ক সোফি ডিভাইন, ম্যাডি গ্রিনরা। সোফি সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন। ভারতের হয়ে স্পিনার শ্রী চরনি ৩ উইকেট নেন। চোট সারিয়ে ফিরে ২ উইকেট অরুন্ধতি রেড্ডির ঝুলিতে। মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ভারতের।

নির্বাচক হলেন প্রজ্ঞান, আরপি

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর : রবিবার বোর্ডের এজিএমে দুই নতুন নির্বাচককে বেছে নেওয়া হল। প্রত্যাশিতভাবেই এরা হলেন প্রজ্ঞান ওঝা ও আরপি সিং। এস শরৎ ও সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গায় এই দুজনকে নির্বাচক করা হয়েছে। ২৪টি টেস্ট, ৮টি একদিনের ম্যাচ ও ছ'টি টি ২০ ম্যাচ খেলা প্রাক্তন বাঁ হাতি স্পিনার প্রজ্ঞান দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর ১৪টি টেস্ট, ৫৮টি একদিনের ম্যাচ ও ১০টি টি ২০ ম্যাচ খেলা প্রাক্তন বাঁ হাতি পেসার আরপি সিং মধ্যাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগারকরের মেয়াদ আগেই এক বছর বাড়ানো হয়েছে। প্রজ্ঞান ও আরপি ছাড়া কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন পূর্বাঞ্চলের শিবসুন্দর দাস ও উত্তরাঞ্চলের অজয় রাত্রা। চেয়ারম্যান আগারকর নিজে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। প্রভিন কুমার, অময় খুরেশিয়া, আশিস উইনস্টন জাইদি ও শক্তি সিং ইন্টারভিউ দিলেও তাঁদের নাম বিবেচিত হয়নি। নতুন নির্বাচক কমিটির সামনে এখন দায়িত্ব হল অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজের দল নির্বাচন ও ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দল গড়া। এদিকে, মেয়েদের নির্বাচক কমিটির প্রধান হলেন অমিতা শর্মা। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন শ্যামা দে, সুলক্ষণা নায়েক, জয়া শর্মা ও শ্রাবন্তী নাইডু।

মহাষষ্ঠীতে দেবীর বোধনের পরেই উৎসবে মাতল উত্তর থেকে দক্ষিণ

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিট সাধারণ দুর্গোৎসব।

কুমোরটুলি পার্কের পুজোমণ্ডপ।

গঙ্গারামপুর ইউথ ক্লাবে বাঁশ, কাঠ দিয়ে তৈরি ময়ূরের আদলে মণ্ডপ।

হাওড়া স্টেশন চত্বরে আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

খিদিরপুর ২৫ পল্লি।

পুজোয় কৌশানী মুখার্জির ভিডিও অ্যালবাম 'সিঙ্গল লাইফ' রামমোহন সম্মিলনীর মণ্ডপে রিলিজ হল। ছিলেন কুণাল ঘোষ প্রমুখ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় ডোমজুড়ের চকপাড়ার সুভাষনগরে প্রমীলা-বাহিনীর পুজোর উদ্বোধনে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, নুরাজ মোল্লা সহ অন্যরা।

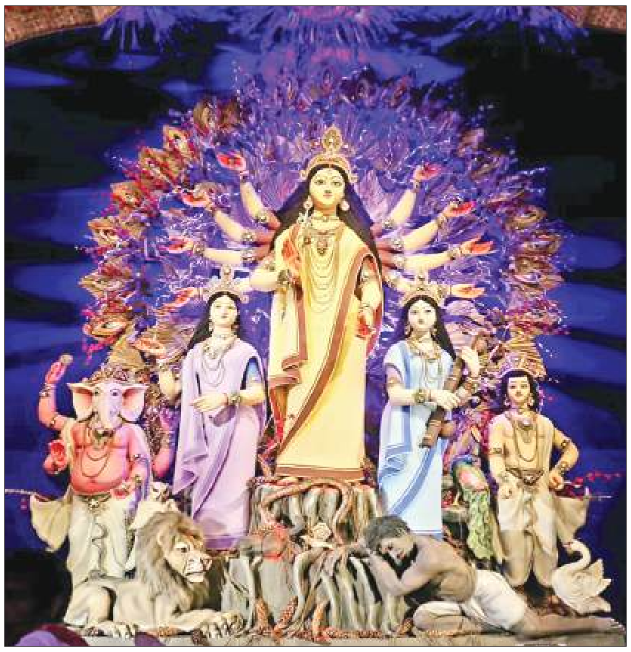

কুমোরটুলি পার্কের দুর্গাপ্রতিমা।

উত্তর হাবড়া সেবা সংঘের ৫৩তম বর্ষের পুজোয় নবদুর্গা।

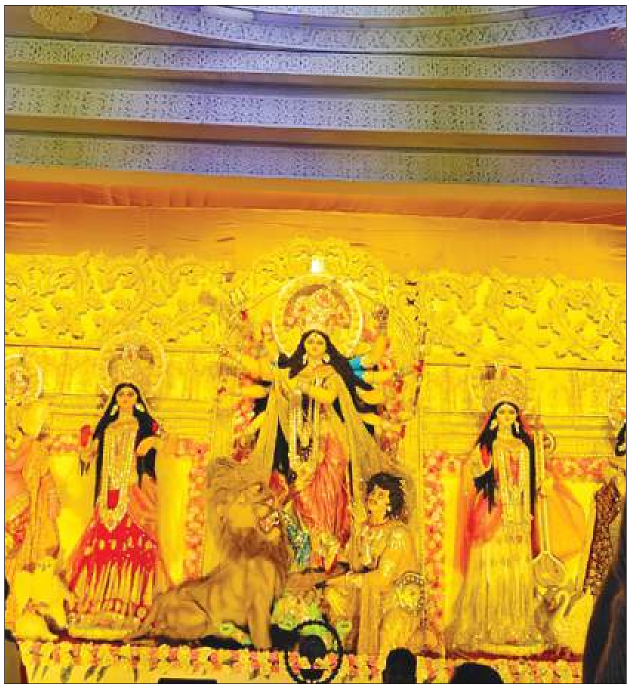

শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসবের ১০১ তম বর্ষের দুর্গা প্রতিমা ও সুসজ্জিত মণ্ডপ নজর কাড়ছে দর্শনার্থীদের।